ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 December, 2023 ■ আগরতলা ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১২ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চোখের জলে বিদায় জননেতা সুনু দত্ত

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। বেশ কিছুদিন রোগ ভোগের পর গতকাল রাতে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত প্রয়াত হন। আজ সকালে তাঁর মরদেহ বিমানে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। বিধায়কের মরদেহ বিধানসভায় নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এরপর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন, বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, রাজ্য মসিভার সদস্য সহ বিধানসভার সচিব এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ। এমবিবি বিমানবন্দর থেকে প্রয়াত বিধায়কের মরদেহ প্রথমে রাজ্য সচিবালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে মুখ্যমী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা পুপস্তবক দিয়ে প্রয়াত বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তারপর একে একে রাজ্য মসিভার সদস্য কৃষিমী রতন লাল নাথ, অর্থমী প্রনজিৎ সিংহ রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মী টিংকু রায়, তপশিলিজাতি কল্যাণ মী সুধাংশু দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, সচিব টি কে দেবনাথ সহ রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে সচিব এবং আধিকারিকগণ পুপস্তবক দিয়ে প্রয়াত বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, গত কিছুদিন ধরে প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত কিডনি জনিত রোগে অসুস্থ ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর ।। পঞ্চভূতে বিলীন হলেন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। তাকে শ্রদ্ধার সাথে শেষ বিদায় দেওয়া হয়েছে। বটতলা মহাশ্মশানে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়েছে।

আজ দুপুরে প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের মরদেহ আগরতলা নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁকে এমবিবি বিমান বন্দর থেকে প্রথমে নেওয়া হয়েছে বিধানসভা ভবনে। সেখানে তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নাল্লু। এরপর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সহ বিধানসভার সচিব এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ।

তারপর মরদেহকে রাজ্য সচিবালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা পুষ্পস্তবক দিয়ে প্রয়াত বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তারপর একে একে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় পি কে চক্রবর্তী, সচিব টি কে দেবনাথ সহ রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে সচিব এবং আধিকারিকগণ পুষ্পস্তবক দিয়ে প্রয়াত বিধায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বলেন,সুরজিৎ দত্ত (সুনু দা) শুধু একজন বিধায়কই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সবার খুব আপনজন। প্রায় পাঁচ দশকের রাজনৈতিক পথচলায় তাঁর গুণমুগ্ধদের সংখ্যা অগনিত।

এদিন তিনি আরও বলেন, সাত রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সাতবার জয়ী হয়েছিলেন তিনি। কংগ্রেসের জোট সরকারের আমলে তিনি পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। পরোপকারী খোলা মনের মানুষ ছিলেন তিনি।জনপ্রিয়তায় তিনি এলাকাবাসীর মনে দাগ কেটেছিলেন। রাজনৈতিক মহলের অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে।

শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত সুরজিৎ দত্ত দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। জনগণের সাথে শ্রীদত্তের নিবিড় সম্পর্ক রাজ্য রাজনীতির পরিমন্ডলে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও তাঁর অবদান রাজ্যবাসী দীর্ঘদিন মনে রাখবে। দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের কাছেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ।

বার্তায় শ্রী সাহা আরও বলেন, রাজ্য রাজনীতির এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। সুরজিৎ দত্তের মৃত্যু রাজ্য রাজনীতিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। রাজ্যের জনগণ হারালো পরোপকারী জনদরদী একজন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে। তাঁর পরিবার পরিজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন এবং বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

এদিন রতনলাল নাথ বলেন, জননেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং সাত বারের বিধায়ক প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মত বিধায়ক রাজ্যে বিরল। একজন জনপ্রতিনিধি কেমন হওয়া উচিত তা সুরজিৎ দত্তকে দেখলে বোঝা যেত। তিনি রামনগরবাসীর কাছে চিরকাল সুনু দা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রায়ণে নক্ষত্রপতন ঘটলো রাজ্যের সংসদীয় রাজনীতির।

এদিকে বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের প্রয়াণে শোকাহত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।গতকাল রাতেই তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি কলকাতার বেসরকারি হাসপাতলে ছুটে গিয়েছেন।

আজ তিনি সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, দলীয় কাজে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শোকজ্ঞাপন

চোর সন্দেহে খুঁটিতে বেঁধে যুবককে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৮ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে আইন হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ ধরনের আরো একটি ঘটনা ঘটেছে মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ড এলাকায়। চোর সন্দেহে এক জনজাতি যুবককে বিদ্যুৎ-এর খুঁটির সাথে বেঁধে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন দোকান মালিক। ঘটনা মেলাঘরের মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়।

জানা যায় কয়েকদিন পূর্বে মেলাঘর মোটর স্ট্যান্ড এলাকার এক মিষ্টির দোকানে কাজ করে আসে সোনামুড়ার মোহনভোগ ব্লক এলাকার চন্দুল এডিসি ভিলেজের জনজাতি যুবক সূর্যধন নোয়াতিয়া। তাকে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যুৎ-এর খুঁটির সাথে বেঁধে মারধর করতে থাকে মিষ্টির দোকানের মালিক সুভাষ দাস। দোকান মালিকের অভিযোগ তিনি কিছু সময়ের জন্য দোকানে না থাকার সুযোগে তার ছেলের মোবাইল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যায় প্রধানমন্ত্রী

দেশকে উপহার দেবেন একাধিক প্রকল্প

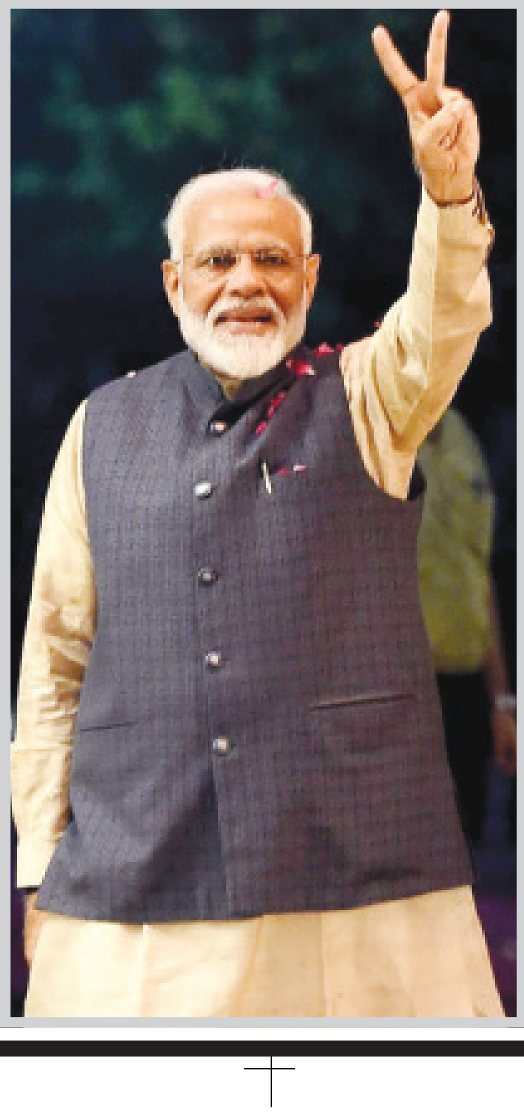

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৩০ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা যাবেন। তিনি নবনির্মিত অযোধ্যা বিমানবন্দর এবং পুনর্নির্মিত অযোধ্যা রেলওয়ে স্টেশনের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও তিনি অমৃত ভারত ট্রেন, বন্দে ভারত ট্রেন এবং অন্যান্য রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।

বৃহস্পতিবার এই তথ্য প্রদান করে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে, সকাল ১১: ১৫ টায় প্রধানমন্ত্রী পুনর্নির্মিত অযোধ্যা রেলওয়ে স্টেশনের উদ্বোধন করবেন এবং নতুন অমৃত ভারত ট্রেন এবং বন্দে ভারত ট্রেনগুলিকে পতাকা নেড়ে যাত্রা করাবেন। এছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি রেল প্রকল্প দেশকে উৎসর্গ করবেন। ২৪০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছেপুনর্নির্মিত অযোধ্যা রেলওয়ে স্টেশনের প্রথম ধাপ (অযোধ্যা ধাম জংশন রেলওয়ে স্টেশন নামে পরিচিত)। তিনতলা আধুনিক রেলওয়ে স্টেশন ভবনটি আধুনিক সব সুবিধা যেমন লিফট, এসকেলেটর, ফুড প্লাজা, পূজার দামগ্রীর দোকান, ক্লোক রুম, চাইল্ড কেয়ার রুম, ওয়েটিং হল দিয়ে সজ্জিত।শনিবার এটির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়া অযোধ্যা ধাম জংশন রেলওয়ে স্টেশনের অনুষ্ঠানে পতাকা নেড়ে প্রধানমন্ত্রী দেশের একটি নতুন শ্রেণীর সুপারফাস্ট যাত্রীবাহী ট্রেনে - অমৃত ভারত এক্সপ্রেস-এর উদ্বোধন করবেন। অমৃত ভারত ট্রেন হল একটি এলএইচবি পুশ পুল ট্রেন যেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন কোচ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ছয়টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের ফ্ল্যাগও অফ করবেন। প্রধানমন্ত্রী দারভাঙ্গা-অযোধ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং মালদা টাউন-স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাস (বেঙ্গালুরু) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস নামে দুটি নতুন অমৃত ভারত ট্রেনের পতাকা নেড়ে যাত্রা করাবেন।

প্রধানমন্ত্রী ছয়টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের ফ্ল্যাগও অফ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা-নিউ দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস; অমৃতসর-দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস; কোয়েম্বাটোর-বেঙ্গালুরু ক্যান্ট বন্দে ভারত এক্সপ্রেস; ম্যাঙ্গালোর-মাদগাঁও বন্দে ভারত এক্সপ্রেস; জালনা-মুম্বই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং অযোধ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল হল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।

দুপুর ১২:১৫ টায় নবনির্মিত অযোধ্যা বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৪৫০কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে অত্যাধুনিক বিমানবন্দরের প্রথম ধাপটি তৈরি করা হয়েছে। বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনের আয়তন হবে ৬৫০০ বর্গ মিটার, যা বছরে প্রায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫ জানুয়ারি থেকে শীতকালীন অধিবেশন, চলবে ১১ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। ৫ দিনের ওই অধিবেশন চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। আজ বিজনেস এডভাইজারি কমিটির(বিএসি) বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, আজ বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে বিজনেস এডভাইজারি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক ইংরেজী বছরের প্রথম বিধানসভা অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সে মোতাবেক ৫ জানুয়ারী অধিবেশনের প্রথম দিনে শুরুতেই রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ভাষণ দেবেন। এছাড়া, শীতকালীন অধিবেশনে দুইটি বিল পেশ করবে ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরা স্টেইট রাইফেল চতুর্থ সংশোধনী এবং ত্রিপুরা স্টেইট ইন্টোডাকশন গুড এন্ড সার্ভিস টেক্স সপ্তম সংশোধনী বিল আনা হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, অধিবেশনের প্রথমদিন রাজ্যপালের ভাষণ শেষে প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হবে। সম্ভবত শোক প্রস্তাব শেষে ওই দিনের জন্য সভা মুলতবি করা হবে। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণই অধ্যক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত।

সরকারি কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত ঠিকেদার, উত্তপ্ত লাউগাং এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ ডিসেম্বর ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার লাউ গান এলাকায় সরকারি প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ঠিকেদার সহ ঠিকাদারের লোকজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত ঠিকাদার সহ ম্যানেজার। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমাধীন লাউগাংয়ে। যদিও এই ঘটনার বিষয় নিয়ে সুষ্ঠু বিচার চেয়ে শান্তিরবাজার থানাতে লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেন ঠিকাদার প্রমোদ মল্লিক সহ ঠিকাদারি কাজের সাইড ম্যানেজার রামু চক্রবর্তী। স্বপন দত্ত , রাজেশ বরুয়া ও দিলীপ দাস এই তিন জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় থানায়।

জানা গিয়েছে, শাসক দলের নেতা জাহিরকারী এই তিন নেতা সহ আরও কয়েকজনের জন্য লাউগাঙের উন্নয়নের কাজ থমকে যাওয়ার পথে, এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীর। ঠিকাদাররা কোনও কাজ করতে হলে তাদেরকে কাটমানি দিতে হবে, নয়তো বা—কাজের সাইট থেকে কিছু না—কিছু জিনিস দিতে হবে, এমন অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

ঠিকাদার পঙ্কজ মল্লিকের ম্যানেজার রামু চক্রবর্তীর কাছে লাউগাং কাজের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৮৩ ▫ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ১২ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা

ভারতবর্ষ শাশ্বত সনাতন ধর্মের দেশ। তাহার অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। ভারতের এই অধ্যাত্ম-সম্পদ বিশ্বের দরবারে বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন স্বামীজী, এবং অভেদানন্দজী তাহা দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়"এই দুই বঙ্গবীরের মারফৎ ভারতমাতা দুনিয়ায় রপ্তানি করিয়াছিল রক্ত-মাংসের স্বধর্ম, শক্তিযোগ, দিগ্বিজয়ের সাধনা। বিবেক-অভেদ সেকেলিবাসী ভারতের সওদাগর নন। এই দুই বঙ্গবীর তাজা-রক্ত-মাংসওয়ালা করিৎকর্মা জীবনের ভারতীয় প্রতিনিধি।' তবে ভারতের বেদান্ত-প্রচার পাশ্চাত্যে এখানেই শেষ হইয়া যায়নি। বরং বলা যাইতে পারে, স্বামীজীর মধ্য দিয়ে যে কর্মপ্রবাহের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অভেদানন্দজীর মাধ্যমে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিপূর্ণ রূপরেখায় পরিণত হইয়ছিল এবং বর্তমানে সেই কর্মসাফল্যেরই পরিণতিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচার-সমিতির মধ্য দিয়া কার্যধারা অব্যাহত রহিয়াছে। একথার প্রত্যক্ষ প্রতিবেদক ও রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবীণ প্রচারক-ধারক-বাহক স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তাঁহার সম্প্রতি পাশ্চাত্য অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে বলিয়াছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ, পরে অল্পকালের জন্য স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও সুদীর্ঘকাল ধরিয়াষ স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের সহকারীরূপে স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ প্রমুখ ছিলেন, এবং পরম্পরাক্রমে আমাদের সন্ন্যাসীরা প্রায় সেই ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন"।

স্বামী অভেদানন্দজী শুধু প্রচারক ছিলেন না; পরন্তু অধ্যাত্মজগতের একচ্ছত্রপতি রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবনের সিংহভাগ সময় বেদান্ত-প্রচার কার্যে অতিবাহিত হয় বলিয়াই ত্যাগ-তপস্যার কথা কুসুমাস্তীর্ণ হইয় পড়ে। তিনি যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছেন তখনই তপস্যায় বেরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের রাজা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বলিয়াছেন: "কালী যখন তাহার বাইরের কাজ কমাইয়া দিবে, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক-শক্তির বিকাশ লোকে বুঝিতে পারিবে।" একথা পরবর্তীকালে তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে বেশ আভাষ পাওয়া যায়। তবে তাঁহার বিশাল কর্মপ্রবাহের জন্য তিনি প্রচারক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের মধ্যে স্বহস্তে রামকৃষ্ণ সাহিত্য রচনায় স্বামী সারদানন্দজী যেমনি অসাধারণ, ঠিক তেমনি স্বহস্তে বেদান্ত-সাহিত্য রচনায় স্বামী অভেদানন্দজীও অনন্যসাধারণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলীর মধ্যেও অনেক বেদান্ত-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর মতো অভেদানন্দজীর মধ্যেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্বশালী আচার্যের আলোক পরিলক্ষিত হয়; এবং সে আলোকে পাশ্চাত্যের বড় বড় বিদ্বান্ ও মহান ব্যক্তিত্বরা হইয়াছে প্রভাবান্বিত। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, চিত্রকর, সাহিত্যিক, কবি থেকে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁহার বক্তৃতায় হইয়াছে মন্ত্রমুগ্ধ। সুতরাং তাঁহার এ বেদান্ত প্রচার সর্বার্থে সার্থক।

'২৪-এর আগে কোন্দলদীর্ণ উত্তর ২৪ পরগনায় নতুন কোর কমিটি মমতার

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোকসভা ভোটের আগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নতুন কোর কমিটি তৈরি করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় দলের কর্মিসভায় নতুন কোর গ্রুপের কথা ঘোষণা করলেন তিনি।

কোনও সাংসদ ছাড়াই তৈরি হল এই কোর গ্রুপ। এই কমিটি সংগঠনের কাজকর্ম সংক্রান্ত ১০ দিন পর পর সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই রিপোর্ট দেবে। এমনই নির্দেশ নেত্রীর। আর এতেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, মতুয়া গড় থেকে শুরু করে একাধিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত উত্তর ২৪ পরগনায় সংগঠনের রাশ নিজের হাতেই রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দেগঙ্গায় কর্মিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, নির্মল ঘোষকে চেয়ারম্যান করে তৈরি করা হচ্ছে নতুন কোর কমিটি। এতে থাকছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, সুজিত বসু, নারায়ণ গোস্বামী, তাপস রায়, বীণা মণ্ডল, বিশ্বজিৎ দাস, নুরুল ইসলাম, মমতাবালা ঠাকুর, গোপাল শেঠ, সুরজিৎ বসু, সুকুমার মাহাতো, তাপস দাশগুপ্ত, গোবিন্দ দাস, রফিকুল ইসলাম-সহ বেশ কয়েকজন। যে বিধায়করা কমিটিতে রইলেন না, তাঁরা আমন্ত্রিত সদস্য। এছাড়া সাংসদরাও আমন্ত্রণ পাবেন বলে জানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী।

এদিন সংগঠনের কে কোন এলাকার দায়িত্বে থাকবেন, তাও মোটের উপর ঠিক করে দিয়েছেন নেত্রী। পার্থ ভৌমিককে বারাকপুর, সুজিত বসুকে দমদম ও বসিরহাট, নারায়ণ গোস্বামীকে হাবড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৩,৪ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে। যাঁরা এই কোর কমিটির কাজের উপর নজরদারি করবেন এবং তৃণমূল নেত্রীকে রিপোর্ট দেবেন।

নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপির 'প্রহসনে' মতুয়াদের সতর্ক করলেন মমতা

উত্তর ২৪ পরগনায়, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : "মতুয়াদের জন্য তৃণমূল ছাড়া কেউ কিছুই করেনি।" বৃহস্পতিবার মতুয়াগড় থেকে এমনই দাবিতে সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভোট এলেই নাগরিকত্ব নিয়ে রাজনীতি করে বিজেপি। এই মন্তব্য করে তিনি দাবি করলেন, "আপনারা সকলেই নাগরিক। নতুন করে নাগরিকত্ব এটা একটা ছলনা, সমাজে সমাজে ভাগ করার চেষ্টা।"

বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনায় একাধিক কর্মসূচি ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রথমে চাকলা লোকনাথ মন্দিরে যান তিনি। এর পর বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সূচনা করেন। তার পর দেগঙ্গায় দলের কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। সেখানেই ওঠে ঠাকুরবাড়ি ও মতুয়া প্রসঙ্গ।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ঠাকুরবাড়ির উন্নয়ন আমরা করেছি। সৌন্দর্যায়ন আমরা করেছি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করেছি।" এর পরই বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। বলেন, "কেউ তো করেনি। শুধু ভোটের আগে মতুয়াবাড়ি ঘুরে এসে বড় কথা বলে। সবটাই ভোটের জন্য।"

নাগরিকত্ব নিয়েও এদিন বিজেপিকে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মতুয়াদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, "আপনার প্রত্যেকে নাগরিক। নাহলে রেশন কার্ড, প্যান কার্ড কারও থাকতও না।" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সমাজে সমাজে ভেদাভেদ তৈরি করতেই নাগরিকত্ব আইনের নামে ছলনা করতে চাইছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, সামনেই লোকসভা ভোট।

রাজ্য-রাজনীতিতে মতুয়া ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এদিনের মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল।

বছরজুড়ে প্রযুক্তির আলোচিত ১০

২০২৩ সালে প্রযুক্তিবিশ্ব দেখেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়জয়কার। পাশাপাশি মহাকাশ যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, ডিজিটাল নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রেও এসেছে উল্লেখযোগ্য সব অগ্রগতি। বছরজুড়ে ঘটে যাওয়া ১০ আলোচিত আবিষ্কার ও ঘটনা নিয়ে সাজানো হয়েছে এ লেখা। এ জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছে বিবিসি সায়েন্স ফোকাস, টেকনোলজি ম্যাগাজিনসহ বেশ কিছু খ্যাতনামা বিজ্ঞান সাময়িকীর। প্রযুক্তিগত এসব অর্জনের কোনোটিই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ লেখায় তাই বিষয়গুলো ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি। তাহলে চলুন, বছরজুড়ে প্রযুক্তি দুনিয়ায় ঘটে যাওয়া দারুণ সব বিষয় দেখে নেওয়া যাক একনজরে। আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

বছরের শুরু, আসলে গত বছরের শেষ থেকেই মিডজার্নির জয়জয়কার। লিখে নির্দেশ দিলে এঁকে দিতে পারে ছবি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এ ধরনের চিত্রকর্মের নাম এআই আর্ট। এখন শুধু মিডজার্নিই নয়, মাইক্রোসফটের ডাল-ই, এমনকি ফ্রি-পিকের মতো ওয়েবসাইটেও সহজেই তৈরি করা যাচ্ছে এআই আর্ট। ফেসবুকের নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মেটা এআইও এগোচ্ছে সমান তালে। তবে এত সব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মধ্যে আলাদা করে বলতে হবে দুটির কথা। এক, চ্যাটজিপিটি ও দুই, জেমিনি।

ওপেনএআই তাদের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের নতুন ও বিবর্ধিত সংস্করণ চ্যাটজিপিটি-৪ উন্মুক্ত করেছে এ বছর। আগের সংস্করণ কেবল টেক্সট বা লেখার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত। নতুন সংস্করণ টেক্সটের পাশাপাশি ছবিও তৈরি করে দিতে পারে। তবে, এসব সুবিধা পেতে অর্থ খরচ করতে হয়। অন্যদিকে চ্যাটজিপিটি-৪ এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গুগল নিয়ে এসেছে জেমিনি। ডিসেম্বরের ৪ তারিখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই মডেলটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানায় গুগল। এটি একই সঙ্গে ছবি, টেক্সট, ভিডিও, কোড সব বুঝতে পারে, এবং নির্দেশানুযায়ী এগুলো তৈরিও করে দিতে পারে। অর্থাৎ এটি একটি বহুমুখী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যা বিপ্লব তৈরি করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিতে।

যন্ত্র মনের খবর পড়ছেএটা এখন আর কল্পবিজ্ঞান নয়, বাস্তব! যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের একদল নিউরোটেকনোলজিস্ট এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। মূলত স্ট্রোক বা এএলএস (স্টিফেন হকিং যে রোগে আক্রান্ত ছিলেন)-এর মতো রোগের কারণে কথা বলতে অক্ষম মানুষের মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড রিড করে (পড়ে), তা স্বাভাবিক ভাষায় অনুবাদের জন্য এই যন্ত্র নির্মাণ করা হয়। এতে একটি তারহীন যন্ত্রের সাহায্যে ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (এফএমআরআই) ব্যবহার করে মস্তিষ্কের চারপাশের রক্ত প্রবাহের মাত্রা মাপা হয়। পরে সেখান থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের স্বাভাবিক ভাষায় অনুবাদ করা হয় ভাবনাগুলোকে। কিন্তু শুধু এক-দুটো বাক্যের মতো বিষয় নয়, এ প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন কারো মস্তিষ্কে ঘটে চলা গল্পও পড়া সম্ভব। সবসময় অবশ্য একদম শব্দ ধরে অনুবাদ করতে পারে না এ প্রযুক্তি, তবে ধরতে পারে মূল বিষয়টি। যেমন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী একজন একটি বাক্য শুনতে পান, 'আমার এখনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই'। যন্ত্রটি বাক্যটিকে দেখায় এভাবে'তিনি এখনো ড্রাইভিং শেখেননি।' অর্থাৎ কিছুটা ভুল থাকলেও মূল বিষয়টি ধরতে পারছে এই মাইন্ডরিডার।

গবেষকেরা বর্তমানে আরও কম খরুচে প্রযুক্তি, যেমন ইলেকট্রনসেফালোগ্রাম (ইইজি) বা নিয়ার-ইনফ্রারেড স্পেকটোমেট্রি ব্যবহার করে এ কাজ করা যায় কি না, সেই চেষ্টা করছেন। আশা করা হচ্ছে, চিকিৎসাক্ষেত্র ও প্রযুক্তিতে এটি বড় ভূমিকা রাখবে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ে নতুন দিগন্ত

কোয়ান্টাম কম্পিউটার আগের তুলনায় আরও বেশি ব্যবহারোপযোগী হয়েছে এ বছর।

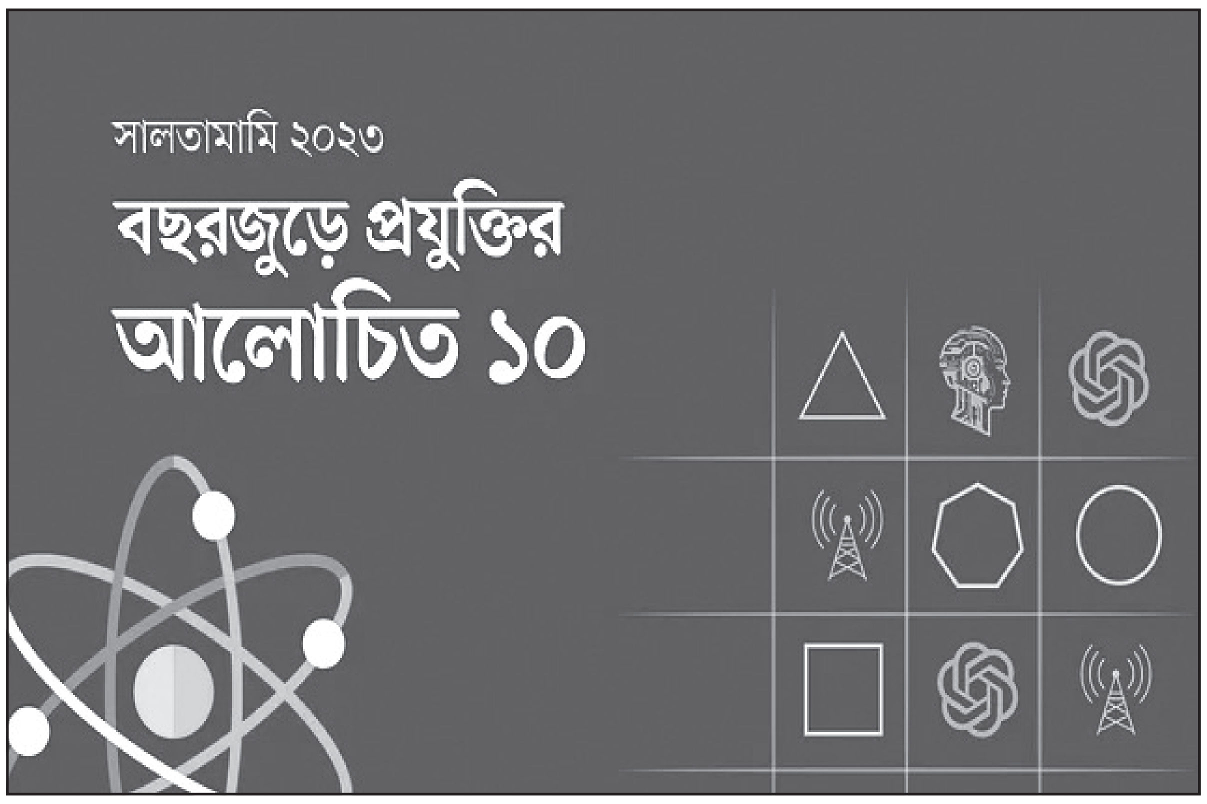

আন্তর্জাতিক বার্ষিক কোয়ান্টাম সামিটে কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আইবিএম কনডোর ও হেরোন নামে দুটি কোয়ান্টাম চিপ বা প্রসেসর উন্মুক্ত করেছে। হাজারের বেশি কিউবিট সম্পন্ন এ দুটি প্রসেসর এ পর্যন্ত সবচেয়ে কম ক্রটিযুক্ত ও উচ্চক্ষমতার কাজ করতে পারবে বলে দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। 'আইবিএম সিস্টেম টু' নামে নতুন এক মডুলার কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করেছে তারা। আইবিএমের প্রসেসরগুলো পরীক্ষানিরীক্ষা ও উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা করবে এটি। ডি-সক প্রযুক্তির সফল পরীক্ষণ নাসা উদ্ভাবিত মহাকাশ যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি ডিপ স্পেস অপটিক্যাল কমিউনিকেশন (সংক্ষেপে ডি-সক, DSOC)। প্রচলিত বেতার তরঙ্গের বদলে লেজার রশ্মির মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায় এ প্রযুক্তিতে। ফলে সময় যেমন কম লাগে, তেমনি পাঠানো যায় প্রচুর তথ্য। প্রযুক্তিটি পরীক্ষামূলকভাবে যুক্ত করা হয় সাইকি নভোযানে। গত মাসে পৃথিবী ছেড়েছে এ নভোযান।

এর আগে পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে লেজার রশ্মির সাহায্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়েছে। কোটি মাইল দূর থেকে এ প্রযুক্তির ব্যবহার এবারই প্রথম। ১৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার সাইকি নভোযানের পাঠানো তথ্য গ্রহণ করে জেট প্রপালশন ল্যাব। গবেষকরা বলছেন, সাইকি নভোযান থেকে পৃথিবীতে তথ্য আসতে সময় লেগেছে মাত্র ৫০ সেকেন্ড। অবলাল আলোকরশ্মির মাধ্যমে তথ্য পাঠানো হয় এ প্রযুক্তিতে।

ওয়েব ৩.০ ও ব্লকচেইন

ক্রিপটোকারেন্সি বা ক্রিপ্টোমুদ্রার বাইরেও নানা ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্লকচেইনের প্রয়োগ। এমনিতে ক্রিপ্টোমুদ্রার কারণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হচ্ছে এই প্রযুক্তির হাত ধরে। গড়ে উঠছে বিভিন্ন ধরনের ক্রিপ্টোমুদ্রাসহ নানা ধরনের লেনদেন ব্যবস্থা। ফলে, বিনিয়োগ ও লেনদেনের নতুন রাস্তা খুলেছে। নিরাপত্তা বেড়েছে আগের চেয়ে বহু গুণে। তবে এই ব্লকচেইনের অন্যতম দারুণ প্রয়োগের ফলে এসেছে ভবিষ্যতের ইন্টারনেট প্রযুক্তিওয়েব ৩.০।

ওয়েব ৩.০ কী? বুঝতে হলে সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে ওয়েব ১.০ এবং ওয়েব ২.০ সম্পর্কে।

একসময় ওয়েবসাইটগুলো ছিল পত্রিকার মতো। পত্রিকা যেমন শুধু হাতে নিয়ে পড়া যায়, কিন্তু পত্রিকা সংশ্লিষ্ট কেউ বা পাঠকদের মতামত জানানো যায় না, ওয়েব ১.০ ঠিক সেরকম একতরফা ছিল। যেকোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে শুধু পড়া বা দেখা যেত। মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ ছিল না। ছিল না ব্যবহারকারীদের নিজের ডাটা শেয়ার করার সুবিধাও।

২০০৪ সালে এই পরিস্থিতি বদলে গেল ওয়েব ২.০ আসায়। আমরা যে ইন্টারনেটের সঙ্গে পরিচিতইউটিউব বা ওয়েবসাইটে মন্তব্য করা যায়, ফেসবুকে নিজের মতো পোস্ট করা যায়এসবই ওয়েব ২.০-এর কেরামতি। তবে এই ইন্টারনেট কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ ফেসবুক কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কে কী করবে, গুগলের মতো বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্ভারে থাকে ব্যবহারকারীদের তথ্য।

ওয়েব ৩.০ হচ্ছে বিকেন্দ্রীক ইন্টারনেট, যেখানে ব্যবহারকারীদের তথ্যের মালিক ব্যক্তি নিজেই। মেশিং লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সিমেন্টিক ওয়েবের ওপর গড়ে ওঠা এই প্রজন্মের ইন্টারনেটে তথ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ব্লকচেইন। এতে আপনার ভিডিও আর ইউটিউব কর্তৃপক্ষ চাইলে সরিয়ে দিতে পারবে না, টুইটার বা ফেসবুক চাইলে পারবে না কারো অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করে দিতে। বিষয়টা খানিকটা টরেন্টের মতো, ব্যবহারকারীদের ডিভাইসগুলোই সার্ভারের মতো কাজ করে এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকার মাধ্যমে আদান-প্রদান করে তথ্য।

তবে এটি এখনো সবার জন্য ব্যবহৃতভাবে আসেনি। মেটা এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে, এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে বলে জানা গেছে। এই প্রযুক্তি নতুন যুগের সূচনা করবে ইন্টারনেট জগতে, এমনটাই বিশেষজ্ঞদের আশা।

মাল্টিক্লাউড জটিলতার সমাধান

এ বছর ক্লাউড প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। বিশেষ করে মাল্টিক্লাউড ব্যবস্থাপনায়। মার্কিন প্রযুক্তি বিশ্লেষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্যাসের (SAS) গবেষণা অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৪২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন, বিশ্লেষণ ও জরুরী ডেটা হোস্ট করতে কমপক্ষে দুটি ক্লাউড সেবা ব্যবহার করছে। একাধিক ক্লাউড সেবা ব্যবহারের কারণে সমন্বয়, তথ্য পরিবেশনসহ নানারকম জটিলতা তৈরি হয়। এই বছর এসব সমস্যা সমাধানের বেশ কিছু প্রযুক্তি ও কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন অনেক প্রযুক্তিবিদ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ভবিষ্যতের ইন্টারনেটের জন্য এ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

ফাইভ জি পরবর্তী প্রযুক্তি

বিশ্বজুড়ে ৫জি নেটওয়ার্কের পরিধি বেড়েছে ২০২৩ সালে। নোকিয়া, টি-মোবাইলের মতো নেটওয়ার্ক সেবাদানকারী অনেক প্রতিষ্ঠান নিরবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চগতির এ সেবা দিচ্ছে পৃথিবীর নানা দেশে। পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের ৬জি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে এ বছর। তারহীন এ প্রযুক্তি সামনের দিনে আরও ব্যপক পরিবর্তন আনবে তথ্যপ্রযুক্তির জগতে, তা বলা বাহুল্য। ইন্টারনট অব থিংস ইকোসিস্টেম থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ৬জি নেটওয়ার্ক শিল্প, অর্থনীতিসহ পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে এক নতুন রূপ দেবে বলে আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জিরো ট্রাস্ট

বিশ্বাস নয়, যাচাই করুন সবসময়এটাই জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটির মূল কথা। ২০২৩ সালে হাইব্রিড ও রিমোট ওয়ার্কিংয়ের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলোর কার্যকর সমাধান হিসেবে জিরো ট্রাস্ট ছিল প্রযুক্তির দুনিয়ার অন্যতম আগ্রহের জায়গা। মার্কিন আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সিসকোর এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিশ্বজুড়ে প্রতি ১০টি প্রতিষ্ঠানের ৯টিই জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি মডেল ব্যবহার করেছে। ডেল টেকনোলজিস-এর সিটিও (প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা) জন রয়েসের মতে, এই গতি সামনের দিনেও অব্যাহত থাকবে। ২০২৪ সালে জিরো ট্রাস্ট হয়ে উঠবে প্রযুক্তিগত নিরাপত্তার আদর্শ মানদণ্ড। অগমেন্টেড ও ভাচ্যুয়াল রিয়েলিটি বাস্তব ও ডিজিটাল জগতের মধ্যকার সীমারেখা দূর করার কাজ করে অগমেন্টেড রিয়েলিটি ও ভাচ্যুয়াল রিয়েলিটি। ফলে শেখা ও ইন্ট্যারেকশনের নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে এ প্রযুক্তি।

এ বছর মার্কিন প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাপল বাজারে এনেছে ভিশন প্রো হেডসেট। প্রতিষ্ঠানটির সিইও টিম কুকের দাবি, নতুন কম্পিউটিং যুগের সূচনা হয়েছে এর মাধ্যমে। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, এটি মেটাভার্সের মতো ডিজিটাল জগতকে বাস্তব জগতের সঙ্গে ব্যাপকভাবে জুড়তে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ পণ্যটির বাজার ৬১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

টেকসই গ্রিন এনার্জি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ক্লাউড কম্পিউটিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়াতে হচ্ছে ডেটাসেন্টারগুলোর ধারণক্ষমতা। এতে প্রচুর জ্বালানি ব্যবহৃত হতো অতীতে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে বর্তমানে গ্রিন এনার্জিনির্ভর বা পরিবেশবান্ধব টেকসই প্রযুক্তি নির্মাণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ওয়ার্ল ইকোনোমিক ফোরামের '২০২৩ সালের সেরা ১০ উদীয়মান প্রযুক্তি' শিরোনামের এক প্রতিবেদন বলছে, নেট-জিরো এনার্জি ডেটাসেন্টার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি নিয়ে কাজ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। এতে পানি বা শীতক তরল ব্যবহার করে তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। নেট-জিরো এনার্জি ডেটাসেন্টার কী? যে সব ডেটাসেন্টারে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ ও সেই ডেটাসেন্টার উৎপাদিত নবায়নযোগ্য শক্তির পরিমাণ সমান। অর্থাৎ, এতে মোট বাড়তি শক্তির দরকার পড়ে না। আর বাড়তি শক্তি না লাগলে, শক্তি উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারও দরকার পড়বে না। সে ক্ষেত্রে কমে যাবে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎপাদন এবং কমবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সিস্টেম বর্তমানে তাৎক্ষণিকভাবে নিজের শক্তির ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সক্রিয়তা ও কর্মদক্ষতা এতে অনেক বেড়ে যায়। এভাবে বর্তমানে গুগলের ডেটাসেন্টারগুলোতে শক্তির ব্যবহার ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণ ও প্রযুক্তিগত কর্মদক্ষতা বাড়াতে এটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণ

তাহসিন আলম

এক হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিকে বলা যায়, পৃথিবী ডুবে গেছে প্লাস্টিকের সাগরে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে প্লাস্টিকের ব্যবহার। সঙ্গে বাড়ছে প্লাস্টিক দূষণের মাত্রাও। প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ থেকে ২ কোটি ৩ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য জলজ বাস্তুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। প্লাস্টিক দূষণ হয়ে উঠছে চরম পরিবেশগত সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাস্তুসংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট জীবন। কীভাবে হচ্ছে এসব? এর থেকে পরিত্রাণের কি কোনো উপায় আছে?

এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ বা আফ্রিকার দেশগুলোতে প্লাস্টিক দূষণ বেশি হয়। কারণ এসব জায়গায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশবান্ধব নয়। কিন্তু কম রিসাইক্লিং হারের কারণে কিছু উন্নত দেশেও প্রচুর প্লাস্টিক দূষণ হয়। প্লাস্টিকের উৎপাদন এবং গণহারে ব্যবহারের ইতিহাস সর্বোচ্চে ১০০ বছরের পুরোনো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাজার হাজার নতুন প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। আর এখন প্লাস্টিক ছাড়া বিশ্বকে কল্পনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সব দেশ ইচ্ছামতো প্লাস্টিক ব্যবহার করে। দুর্ভাগ্যবশত প্লাস্টিক শত শত বছরেও নষ্ট হয় না। তাই এটা এখন মানুষের মাথাব্যথায় পরিণত হয়েছে।

শুধু ২০২০ সালেই বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক শিল্প থেকে প্রায় ১৮০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ গ্যাস নির্গত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাক আর্থার ফাউন্ডেশনের তথ্যানুসারে, ২০২০ সালে প্লাস্টিকের প্যাকেট তৈরিতে ১ কোটি ৪৬ লাখ মেট্রিক টন প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে। যা মোট প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রায় ২৮ শতাংশ। এই প্যাকেটগুলো আবার যাচ্ছে নদী বা সাগরে। সেখানে বিভিন্ন প্রাণীরা একে গ্রহণ করছে খাদ্য হিসেবে। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে প্লাস্টিকগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। ইউটিউবে এমন অনেক ভিডিও দেখা যায়, যেখানে সী লায়নের শরীরে প্লাস্টিক বাজেভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী প্লাস্টিকের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার ভিডিও অনেক আছে অনলাইনে।

এখানেই শেষ নয়। প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে বাতাসে বিষাক্ত পদার্থ মিশে বাতাসকে দূষিত করছে। আর সেই বাতাস আমাদের দেহের ক্ষতি করছে। প্লাস্টিক দূষণের ফলে পরিযায়ী পাখিরাও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এমনকি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক প্রজনন। বিভিন্ন প্রাণীদের মতো মানুষের রক্তেও পাওয়া গেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। আপনার নিষ্পাপ শিশুটাও শিকার হচ্ছে প্লাস্টিক দূষণের। পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর!

প্লাস্টিক দূষণ বাস্তুতন্ত্রের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং লাখ লাখ মানুষের জীবিকা, খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা ও সামাজিক কল্যাণকে সরাসরি প্রভাবিত করে

এরই মধ্যে আবার নতুন বিপদের কথা শুনিয়েছেন সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অব গোথেনবার্গের গবেষকেরা। তাঁদের গবেষণায় দেখা গেছে, প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহারও অনিরাপদ। কারণ রিসাইকেল প্লাস্টিকেও তাঁরা বিষাক্ত পদার্থ খুঁজে পেয়েছেন। মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য যা খুব মারাত্মক।

প্লাস্টিক দূষণ প্রাণীদের স্বাভাবিক বাসস্থান এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে পরিবর্তন করতে পারে। বাস্তুতন্ত্রের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং লাখ লাখ মানুষের জীবিকা, খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা ও সামাজিক কল্যাণকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ইউএনইপি-এর কর্মশালা থেকে জানা যায়, এই পলিমারিক উপাদানটির পরিবেশগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলিকে অন্যান্য পরিবেশগত চাপের পাশাপাশি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অরূপের সামনেই হাওড়ার প্রশাসক সুজয়কে ধাক্কা মন্ত্রী মনোজের

হাওড়া, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের জেলায় জেলায় শাসক দলের নেতাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রায়ই প্রকাশ্যে আসছে। বৃহস্পতিবার খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে উত্তর ২৪ পরগণায় এক প্রকাশ্য সভায় দলীয় নেতাকর্মীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তৈরি করেছেন কমিটি। প্রায় একই সময়ে হাওড়ায় বড়দিনের কার্নিভালের অশান্তি রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো দূত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সামনেই হাওড়ার প্রশাসক, পেশায় শিশু চিকিৎসক ও এলাকায় আদ্যন্ত ভাল মানুষ বলে পরিচিত সুজয় চক্রবর্তীকে ধাক্কা মারলেন ক্রীড়া দফতরের প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি।

হাওড়ায় কানির্ভালে পার্কিং সমস্যা নিয়ে অভিযোগ তুলে বুধবার বিকেলে চড়াও হন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ও তাঁর অনুগামীরা। মনোজের লোকজন কুৎসিৎ ভাষায় গালমন্দ করতে থাকেন বলে অভিযোগ। এমনকি এও অভিযোগ যে হাওড়া পুরসভার প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তীর আপ্ত সহায়ককে বেধড়ক মারধর করা হয়। এ ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করতে চেয়েছিলেন সুজয়বাবু। কিন্তু তাঁকে মেলা প্রাঙ্গনে তা করতেও বাধা দেওয়া হয়। তার পর রাত ৮টায় তিনি মেলায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, যেখানে তাঁর নিজের নিরাপত্তা নেই, সেখানে মানুষকে নিরাপত্তা দিয়ে মেলা চালানোর ঝুঁকি তিনি আর নিতে পারছেন না।

এই খবর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছতেই তিনি পুলিশকে নির্দেশ দেন, কঠোর ভাবে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মনোজের চার অনুগামীকে পুলিশ গ্রেফতারও করে। পরে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আমি অরূপ বিশ্বাসকে বলেছি, ওখানে যেতে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ অরূপ ওখানে পৌঁছতেই সুজয় চক্রবর্তী তাঁকে স্বাগত জানাতে যান। একটা নীল রঙের ফ্লিস আর মাথায় ক্যাপ পরে মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ও তাঁর অনুগামীরাও ছিলেন। দেখা যায়, অরূপ বিশ্বাসের সামনেই সুজয়বাবুকে ধাক্কা মারেন মনোজ। তবে সুজয়বাবুর অনুগামীরা তাঁকে সামলে নেন ও আগলে রাখেন। দুই পক্ষের ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়ে যান অরূপ বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পরেও কীভাবে ধাক্কাধাক্কি করার কেউ সাহস পাচ্ছে তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন উঠেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন পরিষ্কার জানিয়েছেন, পুলিশকে বেশি ভাবার দরকার নেই। কেউ দোষী হলে নির্দ্বিধায় যেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মমতা এও জানিয়েছেন, "কার্নিভাল বন্ধ করার দরকার ছিল না। আমি প্রশাসককে বলব, উনি নিজের মতো করে কাজ চালাতে পারেন"।

এ ব্যাপারে সুজয়বাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টি দেখছেন। এ ব্যাপারে আমার আর কিছু বলা শোভা পায় না। কার্নিভাল আগের মতই চলবে, এটাই হল মূল কথা"।

অন্যদিকে মনোজ তিওয়ারি বলেন, "কার্নিভাল আমি বন্ধ করিনি। শুধু বেআইনি পার্কিংয়ের জন্য প্রতিবাদ করেছিলাম। পার্কিংয়ের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়নি। ইচ্ছেমত পার্কিংয়ের টাকা তুলছে। তিনদিন আগে ওখানে পার্কিং এর লোকজন মদ্যপ অবস্থায় কয়েকজনকে মারধরও করেছে। কার্নিভালে ঢোকার জন্য এন্টি ফি ১০ টাকা থেকে ৫ টা করে দিয়েছি আমি আর অরূপ বিশ্বাস মিলে। সেখানে এভাবে বেআইনি পার্কিং নিয়ে মানুষকে হয়রানি করা হবে, এটা বরদাস্ত হয়নি। তাই প্রতিবাদ করেছিলাম"।

ফালাকাটায় ৭টি বড় গাড়ি করে গরু এবং মহিষ পাচারের সময় আটক

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর, (হি.স.): ফালাকাটায় ৭টি বড় গাড়ি করে গরু এবং মহিষ পাচারের সময় ধরা পড়ল সশস্ত্র সীমা বল-এর (এসএসবি) জওয়ানদের হাতে। সময়ের উল্লেখ না করে ভিডিও-সহ এক্স হ্যাণ্ডেলে বৃহস্পতিবার দুপুরে খবরটি দেন বিরোধী দলীনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি লিখেছেন, "আমি ভারতের সশস্ত্র সীমা বল-এর জওয়ানদের অভিনন্দন জানাই। তাঁরা ফালাকাটায় ৭টি বড় গাড়ি আটক করেছেন। সেগুলি গরু এবং মহিষ পাচার করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল।

সীমান্তের ওপারে গবাদি পশু পাচারের নতুন সৃজনশীল উপায় খুঁজে বের করার জন্য তোলামুলি ইকোসিস্টেম সবসময় সক্রিয়। এবার প্রকোষ্ঠে নির্মাণসামগ্রীর আড়ালে পশুগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এই চোরাচালান বন্ধে আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সব সময় তৎপর থাকতে হবে।"

বিনা বেতনের সংসারের কাজও বেতন পাওয়ার যোগ্য, বলল কলকাতা হাই কোর্ট

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : গৃহবধূদের বেকার বলা যাবে না। তাঁরাও স্বপার্জনকারী। সংসারে তাঁরা দিবারাত্রি যে কাজ করেন, তার মূল্য রয়েছে। বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানিতে কলকাতা হাই কোর্ট একথা বলেছে।

১৫ বছরের পুরনো একটি ঘটনা নিয়ে মামলার শুনানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই মামলা উঠেছিল বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের বেঞ্চে। তিনিই মামলার রায় দেওয়ার সময় পর্যবেক্ষণে ওই মন্তব্য করেন।

সংসারের জোয়াল ঠেলে কেটে যায় সকাল থেকে সন্ধ্যা। দিন-মাস-বছরও। বয়স বাড়ে, মন্থর হয়ে আসে কাজের গতি। তার পরও কেউ জানতে চায় না, হাড়ভাঙা ওই পরিশ্রমের পারিশ্রমিক কী? যিনি শ্রম দিচ্ছেন, তাঁর পরিশ্রমের মূল্য কতটা? গৃহবধূদের উপার্জন প্রসঙ্গে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "কে বলেছে, গৃহবধূরা বেকার?

বিচারপতি বলেন, "সংসারে গৃহবধূদের অবদান অনেক বড়। তাঁরা কোনও ছুটি না নিয়ে ৩৬৫ দিন সংসারের যাবতীয় কাজ করেন। একই কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করালে যে খরচ হত, তা ব্যয় করতে হয় না ওঁদের দৌলতেই। তাই সংসারে ওঁদের কাজের আর্থিক মূল্যও রয়েছে। আর সেই জন্যই গৃহবধূদের বেকার বলা যাবে না। তাঁদেরকেও উপার্জনকারী হিসাবেই দেখতে হবে।"

বৃহস্পতিবার এই মর্মে এক গৃহবধূর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রায় সাড়ে ছ'লক্ষ টাকা দেওয়ার নিদান দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। পথ দুর্ঘটনায় ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছিল ২০০৮ সালের এপ্রিলে। বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস ধরতে এসেছিলেন মহিলা। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডের সামনেই তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায় একটি বাস। এই ঘটনায় বর্ধমানের মোটর অ্যাকসিডেন্ট ক্লেম ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন তাঁর পরিবার। ক্ষতিপূরণ হিসাবে দাবি করেন ছ'লক্ষ টাকা। কিন্তু যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা, সেই সংস্থা এই দাবি মানতে চায়নি।

বর্ধমানের পরিবারটিকে ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয় সংস্থাটি। পাল্টা ওই গৃহবধূর পরিবার হাই কোর্টে মামলা করেন। তাঁদের হয়ে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ২০০৮ সাল থেকে ওই গৃহবধূর সম্ভাব্য উপার্জনের হিসাব দিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। অন্য দিকে, সংস্থার তরফে বলা হয়, যিনি মৃত, তিনি কোনও উপার্জন করতেন না। তিনি এক জন গৃহবধূ। তবে তাঁর সম্ভাব্য উপার্জন হিসাবে এত টাকা চাওয়া হয় কী করে!

বৃহস্পতিবার এই মামলারই শুনানিতে আদালত নির্দেশ দিয়েছে মৃত গৃহবধূর পরিবারকে ৬ লক্ষ ৪১ হাজার ২০০ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে। ওই গৃহবধূর প্রতি মাসের সম্ভাব্য বেতন ৩০০০ টাকা হিসাবে ধরে তার উপর সুদের হার হিসাব করেই এই টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আদালত। তবে যে হেতু ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫০০ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তাই বাকি আরও ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৭০০ টাকা দিতে হবে সংস্থাটিকে।

রামমন্দিরের উদ্দীপনার মাঝেই চাকলায় মুখ্যমন্ত্রী, বার্তা তীর্থ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : রামমন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে যখন দেশের নানা প্রান্তে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গেল তীর্থস্থানের উন্নয়নের নানা খতিয়ান।

বৃহস্পতিবার রামমন্দিরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসার কথা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। ঘুরে দেখবেন রামকথা পার্ক। এই নিয়ে যখন গোটা দেশে হইচই, সেই সময় চাকলায় পুজো দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চাকলার লোকনাথধামে পুজো দেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "ছোট ছোট তীর্থস্থানগুলির জন্য ৪০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। শুধুমাত্র দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকে ৮০-৯০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। কালীঘাটেও স্কাইওয়াক হচ্ছে।"

তীর্থ পর্যটনের দিকে যে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে, সে কথা স্পষ্ট ভাবে উঠে আসে মমতার বার্তায়। বলেন, "কয়েকদিন বাদে গঙ্গাসাগর মেলা আছে। আগে থাকার জায়গা ছিল না। আজ আমূল বদলে গিয়েছে।"

দেশ-বিদেশের বহু মানুষ যে পর্যটনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কথা বলেন এমনও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এদিন তাঁর কথায় বিশেষ ভাবে তীর্থ পর্যটনের দিকটি প্রাধান্য পায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলায় তীর্থ-পর্যটনের ৪০০টি জায়গা রয়েছে।"

তীর্থ পর্যটনের উন্নয়নে যে তৃণমূল সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তা বোঝাতে একের পর এক খতিয়ান দেন তিনি। মমতার বার্তা, কোনও একটি ধর্মের দিকে নয়, সমস্ত ধর্মের সমন্বয় ও তীর্থ-পর্যটনের উন্নয়নেই জোর দিয়েছে তাঁর সরকার।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "ভোটের সময় ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করব, ধর্মের নামে নিষ্পেষণ করব। এটা ধর্ম নয়। ধর্ম মানে সকলকে কাছে টেনে নিয়ে সকলকে ভালোবাসা।" জানুয়ারি মাসে রামমন্দির উদ্বোধন ও তার পর সাধারণ নির্বাচনের মুখে তৃণমূলনেত্রীর এই বার্তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট অন্য তাৎপর্য রয়েছে মনে করে রাজনৈতিক মহল।

হাওড়ায় পার্কিং বিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ, আজই হবে কার্নিভাল

হাওড়া, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): সদ্য সংস্কার হওয়া ইকোপার্কের বাইরে গাড়ির পার্কিং ফি তোলা নিয়ে চাঞ্চল্য। আর তার জেরেই হাওড়ার ক্রিসমাস কার্নিভাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা হল। এর পরই আসরে নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবারই তিনি কার্নিভাল চালুর নির্দেশ দেন।

২২ ডিসেম্বর, হাওড়ার ডুমুরজলায় ষষ্ঠী-নারায়ণ ইকো পার্কে হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভাল শুরু হয়। অভিযোগ, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নামে অবৈধভাবে পার্কিংয়ের নামে টাকা নেওয়া হচ্ছিল। মেলা চালু হওয়ার দিন থেকে এই টাকা তোলে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নাম উল্লেখ করে মা তারা পার্কিং নামে একটি এজেন্সি। অবৈধভাবে বাইক প্রতি দশ টাকা ও সাইকেল পিছু পাঁচ টাকা করে আদায় করা হয়।

অভিযোগ, কর্পোরেশনের নাম করে টাকা নেওয়া হলেও দেওয়া হয়নি কোনও বৈধ রসিদ। এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে বুধবার মন্ত্রী তথা ওই এলাকার বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি ঘটনাস্থলে যান। যারা অবৈধভাবে পার্কিংয়ের টাকা আদায় করছিল, তাদের ধরে মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা।

হাওড়া পুরসভার অভিযোগ, রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি 'ঘনিষ্ঠ'দের আপত্তিতেই বন্ধ হয় অনুষ্ঠান। অভিযোগ, সৌরভ নামে পৌরনিগমের এক কর্মী ওই পার্কিং থেকে অবৈধভাবে টাকা তুলছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপস্থিত পুলিশ ও শাসকদলের কর্মীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। কার্নিভালের স্থানে আসেন হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী। তিনি সাময়িকভাবে এই কার্নিভাল বন্ধ রাখার কথা জানান। যদিও অবৈধ পার্কিং ফি তোলায় অভিযুক্ত সৌরভ দত্ত বলেন, 'আমি কোনও পার্কিং ফি তুলিনি। পৌরনিগমের কমিশনারের নির্দেশেই এই পার্কিং ফি নেওয়া হচ্ছে। আমি স্টেজের উপর ছিলাম। আমাকে ডেকে মারধর করা হয়েছে।' অভিযুক্ত সৌরভকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় স্বভাবতই বিরক্ত স্থানীয় বিধায়ক তথা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি।

তাঁর বক্তব্য, 'এর আগেও পার্কিংকে কেন্দ্র করে অশান্তি ও মারপিট হয়েছিল। আজ আমি আমার অফিসে বসেছিলাম। সে সময় স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে এখানে আসি। পৌরনিগমের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি কাউকে পার্কিং তোলার জন্য লিখিত অনুমতি দেওয়া হয়নি। মনোজ বলেন, "থানার আধিকারিককে ডাকা হয়। যাদের থেকে অবৈধভাবে পার্কিং ফি নেওয়া হয়েছে তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। আমার বিধানসভা এলাকায় এই ধরনের ঘটনার পিছনে কারও চক্রান্ত রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। এলাকার সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই আমার কাজ তাই এখানে এসেছি।'

"এমফিল নিয়ে ইউজিসির চাপিয়ে দেওয়া ফতোয়া মানব না", মন্তব্য ব্রাত্যর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর, (হি.স.): বৃহস্পতিবার এম ফিল ডিগ্রির ব্যাপারে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, "রাজ্য তার শিক্ষানীতি মেনে চলবে। এমফিল নিয়ে ইউজিসির চাপিয়ে দেওয়া ফতোয়া মানব না।"

বুধবারই বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইউজিসির তরফে জানানো হয়েছে, এম ফিল ডিগ্রি কোনও স্বীকৃত ডিগ্রি নয়। তাই এমফিল ডিগ্রির আর বৈধতা থাকছে না। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের এমফিল কোর্সে ভর্তি না হওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে।

সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছে রাজ্য। ব্রাত্য বলেন, "পুরো বিষয়টি জেনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে রাজ্য শিক্ষা দফতর।"

এ ব্যাপারে গত বছরের ৭ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জানিয়েছিল ইউজিসি। অভিযোগ, ইউজিসির সেই নির্দেশ উড়িয়ে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এমফিল কোর্স চালু রেখেছে। অবিলম্বে তা বন্ধ করার জন্যই এই বিজ্ঞপ্তি বলে জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকে।

তবে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশ অমান্য করে এমফি চালু রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ নেই নির্দেশিকায়। তবে ইউজিসির ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে খোদ শিক্ষামন্ত্রী রুখে দাঁড়ানোয় রাজ্যে এখনই এমফিল বন্ধ হবে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

দেশে দুই মতাদর্শের লড়াই চলছে, নাগপুরে কংগ্রেসের সমাবেশে বললেন রাহুল গান্ধী

নাগপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশে দুই মতাদর্শের লড়াই চলছে, বৃহস্পতিবার নাগপুরে কংগ্রেসের সমাবেশে বললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, 'দেশে দুই মতাদর্শের মধ্যে লড়াই চলছে। এনডিএ এবং আইএনডিআই জোটে বেশ কয়েকটি দল রয়েছে, তবে লড়াই দু'টি মতাদর্শের মধ্যে।' রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'বিজেপির একেবারে বিপরীতে, একজন ছোট কংগ্রেস কর্মীও দলের শীর্ষ নেতাদের প্রশ্ন করতে এবং তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত করতে পারেন।' রাহুল বলেছেন, 'ভাইস চ্যান্সেলরদের নিয়োগ মেধার ভিত্তিতে নয় বরং তাঁরা একটি নির্দিষ্ট সংস্থার অন্তর্ভুক্ত বলেই হচ্ছে।' রাহুল গান্ধী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে আরও বলেছেন, 'গত ৪০ বছরের মধ্যে বেকারত্ব এখন সর্বোচ্চ।' রাহুলের কথায়, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম তৎকালীন রাজা অথবা শাসকরা লড়েননি, সংগ্রাম করেছে দেশের জনগণ। ব্রিটিশদের সঙ্গে রাজা ও শাসকদের অংশীদারিত্ব ছিল। মানুষ মনে করে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল, না, রাজা-শাসকদের বিরুদ্ধেও ছিল।'

একসঙ্গে দুই ভারতীয় কিংবদন্তির রেকর্ড ভাঙলেন অস্ট্রেলিয়ার লিওন

মেলবোর্ন, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাকিস্তানের সঙ্গে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলছে অস্ট্রেলিয়া। বক্সিং ডে থেকে মেলবোর্নে শুরু হয়েছে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। এই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার নাথান লিওন পাকিস্তানের ৪ উইকেট নিয়েছেন। এই চারটি উইকেট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

পঞ্চম বোলার হিসেবে লিওন টেস্ট ম্যাচে পাঁচটি দেশের বিপক্ষে ৫০ বা তার বেশি সাফল্য অর্জন করার মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। শুধু তাই নয়, বিশেষ রেকর্ডের নিরিখে ভারতের প্রাক্তন স্পিনার হরভজন সিং ও বিষেন সিং বেদীকেও পেছনে ফেলে দিয়েছেন লায়ন। এই দুই ভারতীয় বোলার টেস্ট ক্রিকেটে চারটি দলের বিপক্ষে যথাক্রমে ৫০-এর বেশি উইকেট নিয়েছিলেন।

শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন স্পিনার মুথাইয়া মুরালিধরন এই তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন। তিনি ন'টি দলের বিপক্ষে ৫০ টিরও বেশি উইকেট নিয়েছেন। তার পরেই রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন স্পিনার অনিল কুম্বলে। তিনি সাতটি দলের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছেন কুম্বলে। এর পরেই আছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং শেন ওয়ার্ন যথাক্রমে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছেন তারা।

ধর্ম মানে ভালবাসা, মায়ের শাড়ির আঁচলের মতো, চাকলায় মন্দিরের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ ডিসেম্বর, (হি.স.): একতাই বাংলার শক্তি। তাই এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিশ্চান, জৈন থেকে মতুয়া, রাজবংশী সকলে হাতে হাত মিলিয়ে পরস্পরের উৎসবে সামিল হয়। বাংলার এই একতাকে ধরে রাখার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার চাকলায় লোকনাথ বাবা ব্রহ্মচারীর মন্দিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই একথা বলেন তিনি। এদিন লোকনাথ বাবা ব্রহ্মচারীর মন্দিরে পুজোও দেন তিনি।

পরে সংক্ষিপ্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অনেকে ভোটের সময় ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন, আর সারা বছর অত্যাচার করেন। আমরা সেটা করি না। আমাদের কাছে ধর্ম মানে ভালবাসা। মায়ের শাড়ির আঁচলের মতো। মা যেভাবে শাড়ির আঁচল দিয়ে আগলে রাখেন, যত্ন নেন, আমরাও সেভাবে এই বাংলায় পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে রেখেছি। একতাই বাংলার শক্তি।"

এনডিএ-তে নীতিশের ফেরার সব দরজা বন্ধ : গিরিরাজ সিং

পাটনা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): নীতীশ কুমারের এনডিএ-তে ফেরার সব দরজা বন্ধ রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, 'নীতীশ কুমারের এনডিএ-তে ফেরার সমস্ত দরজা বন্ধ। বিধানসভায় মহিলাদের সম্পর্কে এমন অবমাননাকর মন্তব্যকারীর অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়া উচিত। তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই পদে থাকার উপযুক্ত নন।'

বিহার তথা জাতীয় রাজনীতিতে এখন গুঞ্জন চলছে, যে গেরুয়া শিবিরে ফিরে আসতে পারেন নীতীশ কুমার। কিন্তু, সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে গিরিরাজ সিং বৃহস্পতিবার বলেছেন, নীতীশ কুমারের এনডিএ-তে ফেরার সব দরজা বন্ধ রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন নীতীশ কুমার, পরে তিনি এনডিএ-তে শামিল হন।

ফের ইউক্রেনকে বিপুল অঙ্কের সামরিক সাহায্য দিচ্ছে আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : ইউক্রেনের চিন্তা দূর করে ফের বিপুল অঙ্কের সামরিক সাহায্য দিচ্ছে আমেরিকা। বুধবার যার ঘোষণ করেন মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। যুদ্ধ আবহে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য করা হবে ইউক্রেনকে।

কয়েকদিন আগেই হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়েছিল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য যুদ্ধের ময়দানে কিয়েভকে মদত জুগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ধীরে ধীরে অর্থ ফুরিয়ে আসছে ওয়াশিংটনের। ফলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল ইউক্রেনের কপালে। কিন্তু ইউক্রেনের চিন্তা দূর করে বুধবার ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, যুদ্ধ আবহে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য করা হবে ইউক্রেনকে। এই প্যাকেজে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, উচ্চ গতিশীল আর্টিলারি রকেট সিস্টেম, গোলাবারুদ-সহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। থাকছে প্রায় দেড় কোটি গোলাগুলিও। চলতি বছরের গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউক্রেনের জন্য প্রায় একশো কোটি ডলারের সামরিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, ইউক্রেনকে বেহিসাব সামরিক সহায়তার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই সহায়তা নিয়ে আমেরিকার অন্দরেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এমনিতেই মুদ্রাস্ফীতিতে জেরবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেশ। এমতবস্থায় ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থসাহায্য বন্ধের পক্ষেই সওয়াল করছেন সে দেশের বহু জনপ্রতিনিধি।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করা নিয়ে আমেরিকার প্রধান দুই রাজনৈতিক দলে সমর্থন কমে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই কিয়েভের জন্য এটা সতর্কবার্তা। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের সবথেকে বড় অস্ত্র সরবরাহকারীদের মধ্যে অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪১ শতাংশ মনে করেন আমেরিকার উচিত ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করা। ৩৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং বাকিরা উত্তর দেননি। ফলে নানা টালবাহানার মাঝেই বছর শেষে 'বন্ধু' ইউক্রেনের দিকে ফের সাহায্যের হাত বাড়াল আমেরিকা।

সপরিবারে কালিম্পং যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় হতাহত দক্ষিণেশ্বরের ৬ পর্যটক

বাগডোগরা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভয়াবহ দুর্ঘটনা বাগডোগরা-গোঁসাইপুর 'এশিয়ান হাইওয়ে ২' সড়কে। বৃহস্পতির সকালের এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন এক পর্যটক। গুরুতর আহত তাঁরই পরিবারের আরও পাঁচ সদস্য। তাঁদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোঁসাইপুর সংলগ্ন এলাকায় আচমকাই বিহার থেকে আসা একটি যাত্রিবাহী বাস হঠাৎই রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়। ফলে পিছন থেকে আসা একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে ছোট গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, গাড়ির ভিতরে মহিলা, শিশু-সহ মোট ছ'জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের সকলকেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর সময় গুরুতর আহত দু'জনের মধ্যে এক জন মাঝপথেই মারা যান।

মৃত ব্যক্তির নাম ইন্দ্রাশিস চক্রবর্তী। বাড়ি দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বর থেকে সপরিবারে কালিম্পং জেলার চুইখিমে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সেখানে তাঁদের একটি বাড়ি রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

মৃতের বাবা ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী বলেন, "দক্ষিণেশ্বর থেকে চুইখিমের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। সড়ক পথেই রওনা দিয়েছিলাম। বাগডোগরা পেরোবার পর গোঁসাইপুর এলাকায় একটি বাস হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে। আমাদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছনে ধাক্কা মারে। গাড়িতে চালক মিলিয়ে মোট সাত জন ছিলাম। আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আমার স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।"

স্থানীয়দের ক্ষোভ, পুলিশ এবং অ্যাম্বুল্যান্সকে বার বার ফোন করার পরেও তারা ঠিক সময়ে আসতে পারেনি। অবশেষে স্থানীয়েরাই টোটো করে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যান।

রাঁচিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা গাড়ির, প্রাণ হারালেন ৪ জন

রাঁচি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারল একটি যাত্রীবোঝাই গাড়ি। বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লাগার পর গাড়িটি উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। বৃহস্পতিবার ভোররাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। রাঁচি পুলিশ জানিয়েছে, একটি দ্রুতগামী গাড়ি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে, এরপর উল্টে যায়। গাড়িটি উল্টে ঘটনাস্থলেই চালক-সহ চারজনের মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এরপর স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহায়তায় তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়।

১ জানুয়ারি থেকে ট্রাফিক ওয়েভার স্কিম, প্রস্তুতি শুরু

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর, (হি.স.): আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এই ওয়েভার স্কিম চালু করবে পরিবহণ দফতর। বৃহস্পতিবার থেকেই কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ এর প্রস্তুতি শুরু করেছে।

নতুন বছরে গাড়ির মালিকদের জন্য দারুণ সুখবর। আপনার গাড়ির কি রোড ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে? বা পারমিট ও সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ করাতে হবে? ১০০ শতাংশই মকুব হবে জরিমানা। রাজ্যের কয়েক কোটি গাড়ি মালিকের জন্য নতুন বছরে এই উপহারই দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের সমস্ত ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়ির মালিক আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা কর মেটানোর ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাবেন। আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সেই কর মিটিয়ে দিলে জরিমানার উপর মিলবে ১০০ শতাংশ ছাড়।

রাজ্যের কয়েক লাখ গাড়ির পারমিট ও সিএফ রিনিউয়াল ফি বকেয়া রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রিনিউয়াল না হওয়া যানবাহনের মালিকরা পরিবহণ দফতরের এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। ৩০ জানুয়ারির পর অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট দুই খাতের বকেয়া মেটালে জরিমানার ৮০ শতাংশ মকুব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে নতুন বছরে গাড়ি মালিকদের বিরাট ছাড় দিতে চলেছে রাজ্য সরকার।

আমন্ত্রণ পেলে রামমন্দিরের উদ্বোধনে অবশ্যই যাব : হেমন্ত সোরেন

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আমন্ত্রণ পেলে অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনে অবশ্যই যাব। জানিয়ে দিলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বৃহস্পতিবার বলেছেন, তিনি আমন্ত্রণ পেলে আগামী বছরের জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনে অবশ্যই যোগ দেবেন। সোরেন একইসঙ্গে বলেছেন, তিনি এখনও পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের জন্য কোনও আমন্ত্রণ পাননি।

হেমন্ত সোরেনের কথায়, 'আমি এখনও পর্যন্ত রাম মন্দিরের উদ্বোধনের জন্য কোনও আমন্ত্রণ পাইনি, তবে আমি যদি এটি আমন্ত্রণ পাই তবে আমি অনুষ্ঠানে যোগ দেব।' হেমন্ত সোরেন এদিন ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা নেতৃত্বাধীন সরকারের চার বছর পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকদের সম্বোধন করার সময় এই কথা বলেছিলেন।

হরিদ্বারে গ্রেফতার পলাতক আসামি

হরিদ্বার, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : পুলিশের অভিযান চলাকালীন এক পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চালান জারি করেছে পুলিশ।

কোতোয়ালি লাকসার পুলিশ জৈনপুর খুর্দ এলাকা থেকে এনডিপিএসের অধীনে এক পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ওই আসামি প্রতিনিয়ত তার অবস্থান পরিবর্তন করছিল। অভিযুক্তের নাম ইসলাম। সে জৈনপুর খুর্দ থানার কোতোয়ালি লাকসার জেলা হরিদ্বার গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ওজন ঝরাতে স্বাস্থ্যকর স্যালাড বানাতে পারেন ডিম দিয়ে

নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। শারীরিক তেমন কোনও সমস্যা নেই। এই সব ক্ষেত্রে পুষ্টিবিদেরা খাবারের তালিকায় রোজ একটি করে ডিম রাখতে বলেন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখতে জিমের প্রশিক্ষকেরাও একই পরামর্শ দেন। তবে ডিম ভাজা বা পোচ নয়, এ ক্ষেত্রে ডিম সেদ্ধ খাওয়াই শ্রেয়।

কিন্তু রোজ সেদ্ধ ডিম খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। এ দিকে, সকালের জলখাবারে খুব বেশি সময় দিয়ে রান্না করাও সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। অথচ শরীরে প্রোটিনের, ক্যালশিয়ামের জোগান ঠিক রাখতে পারে ডিম। এ ছাড়াও ডিমে রয়েছে কোলিন, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন এ এবং ডি। তাই প্রতি দিন অন্তত একটি করে ডিম খাওয়া আবশ্যক। রন্ধনশিল্পীরা বলেন, সেদ্ধ ছাড়াও ডিম খাওয়ার স্বাস্থ্যকর উপায় হল স্যালাড। কাজে বেরোনোর আগে কম সময়ে চটজলদি কী ভাবে তৈরি করবেন ডিমের স্যালাড? তার প্রণালী রইল এখানে।

উপকরণ ডিম: ২টি পেঁয়াজপাতা: সামান্য গোলমরিচ: আধ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স: আধ চা চামচ লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ লেটুস পাতা: ২-৩টি প্রণালী ১) প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন। খেয়াল রাখবেন ডিম যেন ভাল ভাবে সেদ্ধ হয়। ২) এ বার সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ৩) একটি পাত্রের মধ্যে টুকরো করা ডিম, পেঁয়াজ পাতা এবং লেটুস কুচি করে দিয়ে দিন। ৪) স্বাদ অনুযায়ী নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স যোগ করুন। ঝাল খেতে অসুবিধা হলে চিলি ফ্লেক্সের বদলে অরিগ্যানো বা অন্য কোনও মশলা দিতে পারেন। ৫) সব শেষে উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে সব উপকরণ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন।

বাতের ব্যথায় মাটিতে পা ফেলা দায়?

বাতের ব্যথা এখন ঘরে-ঘরে। বয়সের আগেই এই সমস্যার শিকার অনেকেই। অনিয়মিত, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, বংশগত কারণ, রোগের প্রভাব, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আর্থারাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিতাতো আছেই, কিন্তু জানেন কি এমন কিছু ফল রয়েছে যা কমায় আর্থারাইটিসের ঝুঁকি?

জেনে নিন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে যোগ করবেন কী-কী খাবার

আপেল: কথাতেই আছে, "আন অ্যাপেল অ্যা ডে, কিপস দ ডক্টর অ্যাওয়ে।" অর্থাতশরীরের জন্য আপেল ভীষণ উপকারি একটি ফল। আর্থারাইটিসের জন্যও এই ফলের জুড়ি নেই। এতে প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট রয়েছে। যা ব্যথা কমায়। এছাড়া এতে উপস্থিত কোয়ারসেটিন দ্রুত ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

চেরি: টার্চ চেরি বাতের জন্য অতন্ত কার্যকর। এতে অ্যান্থোসায়ানিন রয়েছে। যা চটজলদি বাতের বথা কমাতে সাহায্য করে।

আনারস: আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন। যা যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। জয়েন্টের ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দেয় এই ফল। অবশ্যই ডায়েটে যোগ করুন এই ফল।

কমলালেবু: ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি ভাল উত হল কমলালেবু। এছাড়াও রয়েছে অক্সিডেটিভ, যা আর্থারাইটিসের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে কমলালেবু। তাই বেশি করে কমলালেবু খান।

ব্লুবেরি: ভরপুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই ফল শরীরের প্রদাহ কমায়। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্থোসায়ানিন, যা বাতের ব্যথা কমায়।

মাছ: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ। এক্ষেত্রে আপনি খেতে পারেন চিংড়ি, কাঁকড়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে অন্তত ৩-৪ দিন এই ধরনের মাছ খাওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু গবেষণা বলছে, টানা আট সপ্তাহ এই ধরনের মাছ খেলে যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমে। যার সঙ্গে যোগ রয়েছে বাতের ব্যথারও।

রসুন: আদিকাল থেকে বাতের ব্যথার উপশম হিসেবে ববহার হয়ে আসছে রসুন। বাতের ব্যথায় আরাম পেতে তাই রসুন তেল মালিশ করার চল রয়েছে অনেক বাড়িতেই। তবে শুধু মালিশ করলেই হবে না। এর পাশাপাশি গোটা রসুন খেলেও উপকার পাবেন।

আদা: রসুনের মতো আদাতেও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। যা বাতের ব্যথা থেকে আরাম দেয়। খাবারের সঙ্গে বা গোটা আদা চিবিয়ে খেয়ে দেখুন, উপকার পাবেন।

ব্রোকোলি: ব্রোকোলি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিনকে বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে শরীর সুস্থ থাকে ও বথাও কমে।

পালং শাক: হাজার গুণে ভরপুর পালং শাক বাতের ব্যথা থেকও দ্রুত আরাম দিতে সাহায্য করে।

আঙুর: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

সপ্তাহখানেক আগে আটা মেখে রাখলেও কালো হবে না

রাতে রুটি খান অনেকেই। প্রতি দিনই রুটি বানাতে হয় বলে খাটনি কমাতে অনেকেই একেবারে আটা মেখে রেখে দেন। তাতে সময়ও বাঁচে। পরিশ্রমও কম হয়। আটা মাখা থাকলে খুব বেশি চিন্তাও হয় না। খাওয়ার আগে গরম গরম রুটি সেঁকে নিলেই হল। কিন্তু আটা মেখে রাখলে বেশি দিন ভাল থাকছে কি না, সেটাও দেখা জরুরি। দীর্ঘ দিন কী ভাবে ভাল রাখবেন আটা মাখা?

১) আটা মাখার সময় জলের সঙ্গে অল্প তেল অথবা ঘি মিশিয়ে নিন। আটা বেশ নরমও হবে। আর এ ভাবে মেখে রেখে দিলেও অনেক দিন ভাল থাকবে।

২) আটা মেখে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রেখে দিতে পারেন। এতে আটা নরম থাকবে। শক্ত হয়ে যাবে না। এ ছাড়াও প্লাস্টিকের বাক্সেও ভরে রাখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দিনে এক বার কিছু ক্ষণের জন্য বাক্সের ঢাকনা খুলে রাখতে হবে।

৩) আটা মাখার পর মণ্ডটি বায়ুরোধী বাক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। দেখবেন কোনও ভাবে যাতে হাওয়া না ঢোকে। এমন ভাবে রাখলে বেশ কিছু দিন ভাল থাকবে।

৪) আটা মেখে রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারেন জিপলক ব্যাগ। আটা মাখার কিছু ক্ষণ পর মণ্ডটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিন। আবার রুটি করার কিছু ক্ষণ আগে বার করে নিন।

৫) স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আটা মেখে রাখবেন না। তাতে আটা কালো হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে রান্নাঘরেরই শুকনো কোনও জায়গায় বাক্সতে ভরে রেখে দিন।

শ্বাসকষ্ট আছে বলে শরীরচর্চা করেন না?

শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুতেই বিধিনিষেধ চলে আসে। বিশেষ করে শরীরচর্চার সময় বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের রয়েছে, একটু ভারী কাজ করলেই তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ শরীরচর্চা করলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। শরীরচর্চার মাঝে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার সমস্যাটিকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় "এক্সারসাইজ ইনডিউসড অ্যাজমা" (ইআইবি)।

শরীরচর্চার সময় শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, হাঁচি, কাশি, শারীরিক অস্বস্তি হল "ইআইবি"-র উপসর্গ। তবে ঝুঁকি এড়াতে শরীরচর্চা বন্ধ করে দেওয়া বোকামি। তার চেয়ে কয়েকটি উপায় মেনে চললে শরীরচর্চা করলেও সমস্যা হবে না।

১) শরীরচর্চার আগে হালকা "ওয়ার্ম আপ" করে নিন। ব্যায়াম করার আগে স্ট্রেচিং করে নিলে উপকার পেতে পারেন। শুরুতেই যদি শরীরচর্চা শুরু করে দেন, তা হলে মুশকিলে পড়তে পারেন।

২) শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে শরীরচর্চা করতে পারবেন কি না, সেটা একমাত্র চিকিৎসকই বলতে পারবেন। তাই সবচেয়ে ভাল হয় এ বিষয়ে যদি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। সঙ্গে ইনহেলার রাখতে ভুলবেন না। শরীরচর্চা করতে গিয়ে যদি বুঝতে পারেন কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তখনি ব্যায়াম করা বন্ধ করুন। জোর করে না করাই ভাল।

৩) ভারী শরীরচর্চার বদলে সাঁতার কাটতে পারেন। এতে শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে, তবে অন্যান্য শরীরচর্চার মতো নয়। জলের উপর হালকা করে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কাটলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

ডায়েট কোক থেকেও হতে পারে ক্যানসার

অ্যাসপারটেম নামক কৃত্রিম চিনি থেকে হতে পারে ক্যানসারের মতো মারণরোগ, সম্প্রতি ওয়াসিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। এক মাস আগেই কৃত্রিম চিনির বহুল ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হু-এর ক্যানসার গবেষণা সংস্থা আগামী মাসেই অ্যাসপারটেমকে কার্সিনোজেন (ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ) বলে ঘোষণা করবে। ১৯৮১ সালে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অ্যাসপারটেম ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। অনুমোদনের পর থেকে পাঁচ বার এর নিরাপত্তা পর্যালোচনা পর্ব চলেছে। ভারত-সহ আরও ৯০ টি দেশে এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করা হয়। কোকো কোলার ডায়েট কোক, মার্স এক্সট্রা চুয়িংগামে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসপারটেমে ক্যালোরির মাত্রা শূন্য। এক চামচ চিনির তুলনায় এটি ২০ গুণ বেশি মিষ্টি। ৯৫ শতাংশ কার্বোনেটেড নরম পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। বাজারে যে সব "ইনস্ট্যান্ট টি" বা তৈরি করা চা পাওয়া যায় তার মধ্যে ৯০ শতাংশতেই এই যৌগ থাকে। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এফেসএসএআই) নির্দেশ অনুযায়ী যে খাবার কিংবা পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হবে, তাদের বাইরের কভারে যৌগটির নাম অবশ্যই লিখতে হবে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই নরম পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি এর বিরোধিতা শুরু করেছে। তাদের দাবি, এই খবরের প্রভাবে সাধারণের চিনি খাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে, ফলে শরীরের আরও বেশি ক্ষতি হবে। তাদের দাবি অ্যাসপারটেম নিয়ে হু-এর খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার গবেষণা ভিত্তিহীন।

জন্ডিসে লিভারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায়

গরমে জন্ডিস, পেটের সমস্যা এসব খুবই বাড়ে। তবে জন্ডিসের মত রোগ নিয়ে হেলাফেলা নয়। এতে লিভারের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। এমনকী লিভার নষ্টও হয়ে যেতে পারে। জন্ডিস হলে লিভার বিলিরুবিন ফিল্টার করতে পারে না। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাও অনেকখানি বেড়ে যায়। বিলিরুবিন হল হলুদ রঙের একটি পদার্থ যা লাল রক্তকণিকা ভেঙে তৈরি হয়।

এই বিলিরুবিন রক্তে জমতে শুরু করলেই ত্বক, চোখ, মাড়ি এসব হলুদ হয়ে যায়। আর এই দেখেই কিন্তু বোঝা যায় যে জন্ডিস হয়েছে কিনা।

জন্ডিসে আক্রান্ত হলে চোখ, ত্বক শরীরের টিস্যুগুলি হলুদ হয়ে যায়। এর ফলে জন্ডিস হলে চোখ, ত্বক এসব হলুদ হতে শুরু করে। জন্ডিস হলে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়ে সেই সঙ্গে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মলের রঙে পরিবর্তন, পেটে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, ক্লান্তি, জ্বর এসব থাকেই। বিলিরুবিন হল বিষাক্ত পদার্থ যা লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করে। এমনকী জন্ডিস থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। আর তাই জন্ডিসে ডায়েট মেনে তলতেই হবে। আর তাই লিভার থেকে ডিটক্সিফিকেশন হওয়া খুবই জরুরি। শরীরে যদি টক্সিন জমতে থাকে সেখান থেকে সমস্যার একশেষ। তাই চিকিতকের পরামর্শ নিন আর সেইমত খাবার খান।

ফ্রেশ সবজি আর ফল খেতেই হবে। এই সবজি-ফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে থাকে ফাইবার, যা আমাদের বিপাকে সাহায্য করে। আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং হজমেও সাহায্য করে। আঙুর, পেঁপে, কুমড়ো, মিষ্টি আলু, কচু, টমেটো, গাজর, ব্রকোলি, ফুলকপি, ক্র্যানবেরি, ব্লুবেরি এসব খান। সেই সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা-মুগ, রসুন, শাক, আদা এসবও নিয়ম করে খান।

আদা-তুলসি-লুদ এসব দিয়ে চা বানিয়ে খান। এর মধ্যে ক্যাফাইনের ভাগ বেশি থাকে। এছাড়াও ব্ল্যাক কফি ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা করে।

লিভারের জন্য খুব ভাল হল গোটা শস্যদানা। ওটস, বিভিন্ন বীজ, শস্যদানা এসব অবশ্যই রাখুন ডায়েটে। সেই সঙ্গে বাদাম কিন্তু রাখতে হবে। আমন্ডের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ই। সেই সঙ্গে ফেনোলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়াও আছে ফাইবার আর হেলদি ফ্যাট। রেড মিট আর বড় মাছ কোনও ভাবেই নয়। ছোট মাছ খান। চিকেন খান। আর চিকেনের মধ্যে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, অ্যালকোহল, কার্বোহাইড্রেট। যা প্রোটিন বিপাকে সাহায্য করে। এছাড়াও ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। লেবু জল, গ্রিন টি এবং ডাক্তারের পরামর্শ মত খাবার খান।

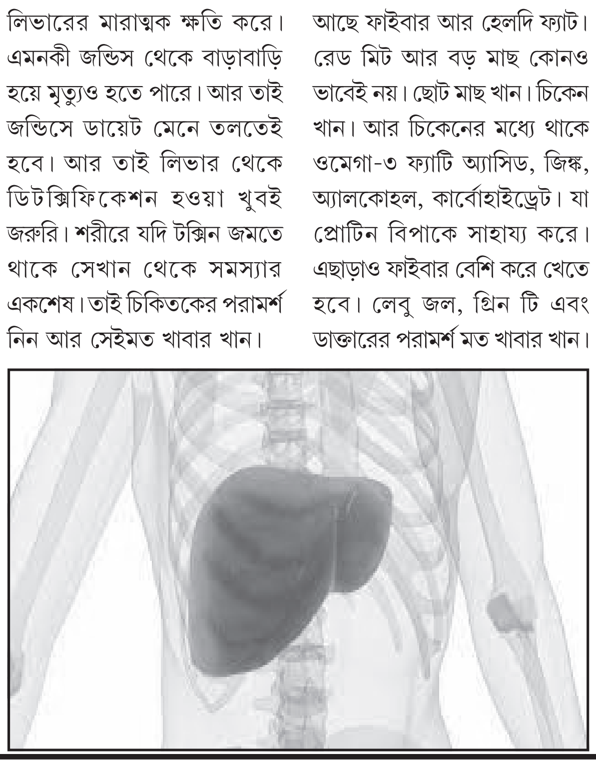

সকালে জলখাবারের সঙ্গে কলা খেলে কি বেড়ে যাবে?

ডায়াবেটিসের রোগীরা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা মেনে চলতে হয়। এমনকী সব ধরনের ফলও খেতে পারেন না ডায়াবেটিকরা। তবে, এমন অনেক ফল রয়েছে, যার গ্লাইসেমিক সূচক কম। সেগুলো ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন। আবার অনেক ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজ রয়েছে, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক শর্করা।

সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ বিষয়টি সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, ডায়াবেটিসের রোগীদের কলা খেতে বারণ করা হয়। কিন্তু কলা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকারক, সেটা কি জানেন?

স্বাদে মিষ্টি এবং শর্করা ও কার্বসে পরিপূর্ণ থাকে কলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলা ব্রেকফাস্টে খাওয়া হয়। কিন্তু কলা খেলেই কি রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়? নাকি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকৃত কলা? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে থাকে ৬ গ্রাম স্টার্চ এবং ১৪ গ্রাম শর্করা। কিন্তু কলা গ্লাইসেমিক সূচক অনেক কম। কলার পরিমাণে উচ্চ পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে। যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে, সেগুলো খেলে চড়চড়িয়ে বেড়ে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা। তা সত্ত্বেও সুগার রোগীদের জন্য উপযুক্ত কলা। তার কারণে শর্করা ও কার্বস ছাড়াও কলায় ভরপুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ডায়াবেটিসের রোগীদের নানা উপায়ে উপকৃত করে। তবে, আপনাকে সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে।

শর্করা ও কার্বসের পাশাপাশি মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে ৩ গ্রাম ফাইবার থেকে। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এই ফাইবার উপযুক্ত। এই ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কার্বস শোষণে সাহায্য করে। কলা খাওয়ার পর আপনার মনে হতে পারে যে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক। বরং, কলা খেলে আপনার রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তবে, সুগার রোগীদের সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে। তাছাড়া কলার সাইজের উপরও নির্ভর করছে আপনার সুগার লেভেল বাড়বে কি না। পুষ্টিবিদদের মতে, মাঝারি সাইজের কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। যত বড় সাইজের কলা খাবেন, তত বেশি শরীরে কার্বসের পরিমাণ বাড়বে, যা সুগার রোগীদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কলার আরও গুণ রয়েছে। কলার মধ্যে ফাইবারের পাশাপাশি পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও ভিটামিন সি এবং বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। কলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এছাড়া পেট পরিষ্কার করতে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কলা। তাই রোজ কলা খেলেও কোনও ক্ষতি নেই।

কোন কোন তেল দিয়ে রান্না করলে সুস্থ থাকবে শরীর?

রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই খাওয়াদাওয়ায় একটা বিধিনিষেধ চলে আসে। খাওয়াদাওয়ায় রাশ না টানলে ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল। বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, তেল-মশলা যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। চিকিৎসকেরাও তেমনটাই বলে থাকেন। ডায়াবেটিকদের সব সময় বাড়ির খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে বাড়ির খাবার হলেও কোন তেলে রাঁধছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। কোন তেল দিয়ে রাঁধলে শর্করার মাত্রা বশে থাকবে? অলিভ অয়েল অলিভ অয়েলে রয়েছে সব ধরনের উপকারী উপাদান। এতে রয়েছে কিছু উপকারী ফ্যাটও, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। শুধু ডায়াবেটিক নয়, যাঁরা হৃদ্রোগের সমস্যায় ভুগছেন, অলিভ অয়েল তাঁদের জন্যেও কম উপকারী নয়। অ্যাভোকাডো অয়েল ডায়াবেটিকদের হেঁশেলে এই তেল থাকা জরুরি। অ্যাভোকাডো অয়েলে রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল রোগীদের জন্যেও অ্যাভোকাডো অয়েল স্বাস্থ্যকর। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়া যেতে পারে। উপকার পাবেন। ডায়াবেটিকেরা অলিভ অয়েলে করা রান্না খেতে পারেন। ছবি: সংগৃহীত। বাদাম তেল শরীরের যত্ন নিতে পিনাট বাটার অনেকেই খান। বাদাম তেলও কিন্তু কম স্বাস্থ্যকর নয়। ডায়াবিটিস থাকলে বাদাম তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। এই তেলেও রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাট হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তিসির তেল ওজন কমাতে নিয়ম করে তিসির বীজ খান অনেকেই। পাশাপাশি তিসির তেলও শরীরের জন্য উপকারী। ডায়াবিটিস ধরা পড়লে তিসির তেলে রান্না করা খাবার খাওয়া শুরু করতে পারেন। তিসিতে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই উপাদান শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া তিসির বীজে রয়েছে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, এই ফ্যাট কোলেস্টেরল থেকে উচ্চ রক্তচাপ, সবেরই মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আপনি কি জানেন, স্মার্ট ওয়াচ ঠিক কতটা আপনার স্বাস্থ্য-ঝুঁকি বাড়াচ্ছে!

প্রতিদিন নতুন নতুন প্রডাক্ট চালু হচ্ছে যা জীবনকে অনেক সহজ করে তুলছে। ভারতে গত কয়েক বছরে স্মার্টওয়াচের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ রিপোর্ট অনুসারে, জুন ত্রৈমাসিকে প্রথমবারের মতো, ভারত চিনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মার্টওয়াচের বাজারে পরিণত হয়েছে।

গবেষণা সংস্থা কাউন্টারপয়েন্টের তথ্য অনুসারে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে বিশ্বব্যাপী স্মার্টওয়াচের বাজারে ভারতের অংশ ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা উত্তর আমেরিকার ২৫ শতাংশ এবং চিনের ১৬ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্মার্টওয়াচ হল একটি ডিজিটাল ঘড়ি যা আপনার কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্য ট্র্যাক করে এবং আপনি সেই ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারেন। আজকের সময়ে, লোকেরা ফিটনেসের লক্ষ্যে পৌঁছাতে, ক্যালোরি বার্ন দেখতে, হাঁটার পদক্ষেপগুলি গণনা করতে, ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করতে, ঘুমের গভীরতা পরিমাপ করতে, হৃদস্পন্দন মাপা ইত্যাদির জন্য স্মার্ট ঘড়ি ব্যবহার করছে।

বেশিরভাগ স্মার্টওয়াচে অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু ফিচার্স রয়েছে, যেখান প্রাপ্ত ডেটা একেবারে সঠিক তথ্য ভেবে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। এটা করা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। একটি স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করা এবং এর ডেটা বিশ্বাস করা কতটা সঠিক? আমরা কি একটি চিকিৎসা যন্ত্র হিসেবে স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করতে পারি? আমরা এই বিষয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি এবং জানতে পেরেছি যে স্মার্টওয়াচ থেকে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য তথ্যের উপর আস্থা রাখা কতটা সঠিক।

ফিরে দেখা ২০২৩ : গত এক বছরে বঙ্গের সাড়া জাগানো নানা ঘটনা

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আর মাত্র কিছু দিনের অপেক্ষা, তারপরেই আসবে নতুন বছর। ২০২৩ কে বিদায় জানিয়ে গোটা বিশ্বের মতো রাজ্যবাসীও স্বাগত জানাবে ২০২৪-কে। প্রতি বছরের মত গুরুত্বপূর্ণ নানা ঘটনা ঘটেছে ২০২৩-এও। বেশিরভাগই ইতিমধ্যে চলে যেতে বসেছে বিস্মৃতির গর্ভে। বছর শেষে রাজ্যের সেসব ঘটনাই ফিরে দেখল হিন্দুস্থান সমাচার....

জানুয়ারি

বিচারপতি মান্থার এজলাস বয়কটের ডাক : নজিরবিহীন ঘটনা আদালতে। ৯ জানুয়ারি বিচারপতি মান্থার এজলাস বয়কটের ডাক দিয়ে বিক্ষোভ আইনজীবীদের। বিচারপতির বাড়ির সামনেও পড়ল পোস্টার।

জাকির হোসেনের বাড়ি থেকে নদগ উদ্ধার : ১২ জানুয়ারি তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের বাড়ি থেকে উদ্ধার ১১ কোটি টাকা। 'ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মজুত' সাফাই দেন প্রাক্তন মন্ত্রী।

ফেব্রুয়ারি

কংগ্রেসের অভিযান রাজভবনে : ৪ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার রাজভবন চত্বর। উত্তেজনা ছড়ান যুব কংগ্রেস কর্মীরা। রাজভবনের উত্তর গেটের সামনে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। প্রায় ২৫ জন যুব কংগ্রেস কর্মীকে আটক করে লালবাজার নিয়ে যায় পুলিশ।

এপ্রিল

অভিষেকের জনসংযোগ যাত্রা : ২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসংযোগ যাত্রা। টানা ২ মাস চলে জনসংযোগ কর্মসূচি।

মে

খাদিকুলে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ : ১৬ মে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রামে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। মৃত্যু হয়েছিল অন্তত ৯ জনের।

জুন

উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানি : ২০ জুন উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানি হল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রাখে হাইকোর্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত বৈধ : ২৮ জুন ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত বৈধ বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই উপাচার্যদের নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল। এই অভিযোগ তুলে দায়ের হয়েছিল মামলা। রাজ্যপালের অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগকে বেআইনি ও নিয়মবিরুদ্ধ বলে বিবৃতি দেয় শিক্ষা দফতর।

জুলাই

শহিদ সমাবেশ পালন : ২১ জুলাই ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তৃণমূল শহিদ সমাবেশ পালন করল।

আগস্ট

স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যু : ৯ আগস্ট যাদবপুরের ছাত্রাবাসে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যু। এতে ব্যাপক হইচই হয়। আতঙ্কে মূল হোস্টেল ছেড়ে চলে যান একাধিক পড়ুয়া।

যাদবপুর-কাণ্ডে গ্রেফতার ৯ : এতদিনে ১৯আগস্ট যাদবপুর-কাণ্ডে ৯ জন গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা জারি। বিষয় নিয়ে ইউজিসি-কে রিপোর্ট পাঠানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। যাদবপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিজেপি। যুব মোর্চার মঞ্চ খুলে নেওয়ার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ। বিকেলে যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র সংগঠন ডিএসএফ-এর মিছিল।

যাদবপুর কাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও উপাচার্য বৈঠক : ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার দায় কার? উত্তর খুঁজতে ২৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই প্রায় আড়াই ঘণ্টার বৈঠক করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও সদ্য নিযুক্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ।

দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ : ২৭ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৮ জনের। বিস্ফোরণস্থল থেকে কয়েক মিটার দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ। উদ্ধার হয়েছে ছিন্নভিন্ন হাত-পা, দেহাংশ।

সেপ্টেম্বর

রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত : ১২ সেপ্টেম্বর রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত এবার গিয়ে পৌঁছল আদালতে। উপাচার্য নিয়োগ বিল নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে। উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিল ফেলে রাখায় সাংবিধানিক সঙ্কটের অভিযোগে হল জনস্বার্থ মামলা। সেই নিয়ে রাজ্যপালের হলফনামা চেয়ে পাঠাল আদালত।

অক্টোবর

রাজভবন অভিযান : ৪ অক্টোবর দিল্লি থেকে ফিরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে 'রাজভবন অভিযান'-এর ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। সেই মতো দুপুরে রবীন্দ্র সদন থেকে শুরু হয় তৃণমূলের মিছিল। আসে রাজভবনের সামনে মঞ্চে।

রাজভবনের সামনে ধর্না মঞ্চ : ৫ অক্টোবর রাজভবনের সামনে তৃণমূলের নেতা, সাংসদ, বিধায়কদের সমাবেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন রাজ্যপাল কলকাতায় ফিরে দেখা না করার পর্যন্ত ওখানেই বসে থাকবেন।

বিশ্বভারতীর ফলক বিতর্ক: ইউনেস্কোর তরফে হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর ২০ অক্টোবর বিশ্বভারতীর ঐতিহবাহী উপাসনা গৃহ, রবীন্দ্র ভবন ও গৌরপ্রাঙ্গনে পাথরের ফলক বসানো হয়।বিশ্বভারতীর ভিতরে যে ফলক বসানো হয়েছিল, তাতে প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নরেন্দ্র মোদী এবং তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম লেখা হয়। খোদ কবিগুরু সেই ফলকে ব্রাত্য থেকে যান। যা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সুশীল সমাজ। ঘটনাচক্রে এরই মধ্যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। বিতর্কিত ওই উপাচার্যের মেয়াদ আর বাড়ায়নি কেন্দ্র। তাঁর বদলে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নেন সঞ্জয় মল্লিক। তিনি রাতারাতি ওই বিতর্কিত ফলক বদলে দেন। তাতে রবি ঠাকুরের নাম লেখার পাশাপাশি বিশ্বভারতীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা হয়। বছরের একটা দীর্ঘসময় রাজ্য রাজনীতিতে শিরোনামে ছিল এই বিতর্ক।

দুর্গাপুজো কার্নিভ্যাল : ২৭ অক্টোবর রেড রোডে হয় দুর্গাপুজো কার্নিভ্যাল।

নভেম্বর

কিষান মোর্চার ডাকে দেশব্যাপী ৩ দিনের বিক্ষোভ সমাবেশ : ২৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন সমূহ ও সংযুক্ত কিষান মোর্চার ডাকে দেশব্যাপী ৩ দিনের বিক্ষোভ সমাবেশ হয় কলকাতার রানী রাসমণি রোডে। ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলে ওই কর্মসূচি।

১০০ দিনের বঞ্চিতদের নিয়ে সমাবেশ : ২৯ নভেম্বর ১০০ দিনের বঞ্চিতদের নিয়ে সমাবেশ করে গেরুয়া শিবির। কীভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য ভুয়ো নথি পেশ করে দুর্নীতি করেছে, সমাবেশ থেকে পুঙ্খানপুঙ্খভাবে তা তুলে ধরে বিজেপি নেতৃত্ব।

ডিসেম্বর

ধর্নায় এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা : ৯ ডিসেম্বর চাকরি চেয়ে ধর্নায় এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। আন্দোলনের ১০০০ দিনে পা দিল। ধর্মতলায় ধর্না চলছে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে। প্রতিবাদ জানাতে মাথা কামিয়ে ন্যাড়া হলেন এক এসএলএসটি মহিলা চাকরিপ্রার্থী।

বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে বড়সড় বিপত্তি : ১৪ ডিসেম্বর বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে বড়সড় বিপত্তি। স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে দুর্ঘটনায় ৪ জন নিহত ও বেশ কয়েক জন আহত হয়।

টানাপড়েন কলকাতা হাইকোর্টে : বেনজির টানাপড়েন কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন আইনজীবীদের একটা বড় অংশ। শাস্তিস্বরূপ এক আইনজীবীকে সিভিল প্রিজনে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই নির্দেশের বিরোধিতায় সরব হন আইনজীবীরা। ১৮ ডিসেম্বর বিচারপতির সেই নির্দেশ খারিজ করে দুই সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

সিদ্ধান্তে অনড় আইনজীবীদের সংগঠন : নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে আইনজীবীদের সংগঠন। ১৯ ডিসেম্বর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বব্রত বসু মল্লিক বলেন, '''যতক্ষণ বিচারপতি ওই আইনজীবী বা বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ক্ষমা না চাইছেন, ততক্ষণ আমরা আমাদের অবস্থানে অটল।'''

মহার্ঘ্য ভাতার ঘোষণা : ২১ ডিসেম্বর সরকারি কর্মচারীদের ১ জানুয়ারি থেকে রাজ্য সরকার আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতার ঘোষণা করে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার : ২১ ডিসেম্বর বার অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে গিয়ে আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "রাগ, অভিমান করে থাকবেন না। কাজে ফিরুন। কাজ করতে গেলে মাথা গরম হয়। ওটা নিয়েই চলতে হবে। নতুন বছর আসছে পুরনো কথা ভুলে নতুন করে এগিয়ে যেতে হবে।'' এর পর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে বার অ্যাসোসিয়েশনের।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের তিন দিনের অবস্থান : ২২ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে নবান্নের সামনে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের তিন দিনের অবস্থান হয়।

বামেদের ইনসাফ যাত্রা : ২৩ ডিসেম্বর বামেদের ইনসাফ যাত্রা ২,২০০ কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করে ৫০ দিন পার করে যাদবপুরে পৌঁছোয়।

বুদ্ধদেব সাউকে অপসারিত : ২৩ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের প্রাক্কালে উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে অপসারিত করেন আচার্য-রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

কলকাতায় ইউজিসি-র চেয়ারম্যান : ২৪ ডিসেম্বর অপসারণ সংঘাতের মধ্যেই হল সমাবর্তন, মঞ্চে উপস্থিত বুদ্ধদেব। অনুপস্থিত আচার্য বোস এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে কলকাতায় আসা ইউজিসি-র চেয়ারম্যান।

যাদবপুরের সমাবর্তন অবৈধ : ২৬ ডিসেম্বর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দাবি, এই সমাবর্তন পুরোপুরি বেআইনি। ফলে হিসেব বলছে সার্টিফিকেটেরও কোনও মূল্য নেই। তবে পড়ুয়াদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন বলেও জানান রাজ্যপাল।

গোষ্ঠীকোন্দল রুখতে কড়া বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝগড়াঝাটি বরদাস্ত নয়, দেগঙ্গায় দলীয় কর্মিসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাফ জানালেন তিনি। তৃণমূল বনাম তৃণমূল দ্বন্দ্ব চরমে। এই পরিস্থিতিতে সতীর্থদের সতর্ক করে দিলেন দলনেত্রী।

কারও নাম না করেই এদিন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখতে কড়া বার্তা দেন মমতা। তিনি বলেন, "কোনও ঝগড়া বরদাস্ত করব না। বড় হয়েছি বলে কাউকে পাত্তা দেব না। হতে পারে না। আমি শুনছি কেউ কেউ অনেক বড় হয়ে গিয়েছেন। পার্টির কথা মনে রাখছেন না। তৃণমূলে থেকে নিজেকে নয়, মানুষের সেবা করতে হবে।"

দলীয় নেতা-কর্মী থেকে মন্ত্রী সকলকে জনসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে মমতা বলেন, "মন্ত্রীরা জেলায় বেশি করে ঘুরুন। মানুষের সমস্যার দিকে নজর দিন। দরকার হলে চায়ের দোকানে বসুন।"

লোকসভা নির্বাচনের আগে পুরনো এবং নতুন নেতাদের মিলেমিশে কাজ করার বার্তাও দেন মমতা। সিনিয়র নেতাদের অসম্মান করা যাবে না বলেই সাফ জানান। বলেন, "পুরনো কোনও কর্মী অভিমান করে থাকলে, তাঁদের বাড়ি থেকে ডেকে আনুন।"

উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বার বার গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম এবং সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাকবিতণ্ডায় বেশ অস্বস্তিতে ঘাসফুল শিবির। একাধিকবার বৈঠকের পরেও দ্বন্দ্ব মেটানো যাচ্ছে না।

বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ, বৈষ্ণো দেবী মন্দির এ বছর প্রায় ৯৬ তীর্থযাত্রীর আগমনের সাক্ষী

জম্মু, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসি জেলার কাটরার শ্রী বৈষ্ণো দেবী মন্দির এ বছর রেকর্ড পরিমাণ তীর্থযাত্রীর আগমনের সাক্ষী হয়েছে, যা বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ বছর প্রায় ৯৬ তীর্থযাত্রীর আগমনের সাক্ষী থেকে শ্রী বৈষ্ণো দেবী মন্দির। এই বছর প্রায় ৯৫.৮৬ লক্ষ তীর্থযাত্রী এখনও পর্যন্ত দেবী বৈষ্ণো দেবীকে প্রণাম করেছেন। তীর্থযাত্রার ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ২০১২ সালে, সেই সময় ১ কোটি ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৫৬৯ জন তীর্থযাত্রী পবিত্র মন্দিরে পুজো

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থান---পতন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮০ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রত ৭৫ ডলারের কাছাকাছি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও এদিন কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে অযোধ্যায় যোগী

লখনউ, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : রামমন্দির উদ্বোধনের আগে আগামী ৩০ ডিসেম্বর রামজন্মভূমিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নবনির্মিত অযোধ্য বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যেই তার এই সফর। মোদীর সেই সফরের আগে প্রস্তুতি তদারকি করতে বৃহস্পতিবার অযোধ্যা গেলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

বৃহস্পতিবার রামমন্দির পরিদর্শন করবেন যোগী। মন্দির কাজ কোথায় কতটুকু কাজ বাকি রয়েছে তা খতিয়ে দেখবেন। এক ফাঁকে রামলালার দর্শনও করবেন। পাশাপাশি কথা বলবেন 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর সদস্যদের সঙ্গে। স্থানীয় কমিশনার অডিটোরিয়ামে বৈঠক করবেন জেলার পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে। উল্লেখ্য, আগামী শনিবার মোদীর সফরে থাকছে একাধিক কর্মসূচি। বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশনের উদ্বোধনের পাশাপাশি অযোধ্যায় জনসভা করবেন মোদী। এছাড়াও 'শ্রীরাম বিমানবন্দর' উদ্বোধনের পরে ১৫ কিলোমিটার রাস্তা ধরে 'রোড শো' করবেন তিনি। প্রসঙ্গত, রামমন্দিরের উদ্বোধনের প্রস্তুতি হিসেবেই পালটে দেওয়া হয়েছে অযোধ্যা স্টেশনের নাম। নতুন নাম হয়েছে অযোধ্যা ধাম জংশন। উত্তরপ্রদেশ সরকারই নতুন নাম সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে যে সুপারিশে শিলমোহর দিয়েছে ভারতীয় রেল।

অযোধ্যায় স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নিলেন মৌর্য্য, বললেন স্বচ্ছ থাকুক ভগবান শ্রীরামের ধাম

অযোধ্যা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নিলেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য্য। বৃহস্পতিবার সকালে অযোধ্যায় স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেন কেশব প্রসাদ মৌর্য্য, নিজ হাতে নর্দমা পরিষ্কার করেন তিনি। ঝাড়ু হাতে আবর্জনা পরিষ্কার করেন, পাশাপাশি সেই আবর্জনার গাড়ি টেনেও নিয়ে যান। কেশব প্রসাদ মৌর্য্য বলেছেন, 'স্বচ্ছ থাকুক ভগবান শ্রীরামের ধাম, এই সংকল্প নিয়ে অযোধ্যায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলছে এবং আজ আমরা পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছি...সবাই মিলে অযোধ্যাকে পরিষ্কার রাখব।'প্রসঙ্গত, অযোধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত কর্মসূচির আগে এদিন সন্ত রবিদাস মন্দির, হনুমান কুন্ড ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আওতায় তিনি নিজের হাতে বেলচা নিয়ে নর্দমা পরিষ্কার করেন এবং আবর্জনা তুলে পরিচ্ছন্নতার বার্তা দেন। এই উপলক্ষ্যে মাননীয় আঞ্চলিক সভাপতি কমলেশ মিশ্র উপস্থিতি ছিলেন।

শ্রীনগর শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শূন্যের নিচে

জম্মু ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : কাশ্মীর উপত্যকায় ক্রমাগত শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশায় বৃহস্পতিবার শ্রীনগর শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৩.৩ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে। এদিন সকালে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা পাঁচ মিটারে নেমে গেছে। যার জেরে শ্রীনগরে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সকাল থেকে কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেখানে গুলমার্গ ও পাহলগামে মাইনাস ২.৬ এবং মাইনাস ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

লাদাখ অঞ্চলের লেহ শহরে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৩.২, কার্গিলে মাইনাস ১০.৬ এবং দ্রাসে মাইনাস ১২.৮।

ইডি-র চার্জশিটে এবার প্রিয়াঙ্কার নাম; সরব কংগ্রেস, মুখ খুলল এএপি

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর পিএমএলএ মামলায় এবার চার্জশিটে নাম অন্তর্ভুক্ত হল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার। ইডি সূত্রের খবর, ২০০৯-এ অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভান্ডারির সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার স্বামী রবার্ট বঢরা একটি 'বেনামি' সম্পত্তি কিনেছিলেন লন্ডনে। সেই মামলাতেই চার্জশিটে নাম উল্লিখিত হয়েছে প্রিয়াঙ্কার। তবে চার্জশিটে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কন্যাকে 'অভিযুক্ত' করা হয়নি।

এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেছেন, 'নির্বাচনের আগে তাঁরা আর কী কী করবে দেখুন, এটা তো শুরুমাত্র। এই প্রথম নয়, নির্বাচন ঘনিয়ে এলে তাঁরা এমন ষড়যন্ত্র করে, তাঁদের ষড়যন্ত্র করতে দিন।' আবার আম আদমি পার্টির নেত্রী তথা দলের মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা কাক্কর বলেছেন, 'আমরা দেখছি ইডি ক্রমাগত বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে

ঢেলে সাজানো হল লোকনাথ বাবার ব্রহ্মচারী মন্দির

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ ডিসেম্বর, (হি.স.) : চাকলায় লোকনাথ বাবার ব্রহ্মচারী মন্দির ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হয় সংস্কারের কাজ। বৃহস্পতিবার সেই মন্দিরের উদ্বোধন করে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। সেই টাকাতেই গোটা মন্দির ঢেলে সাজানো হয়েছে। মন্দিরের ভেতরে ও বাইরে একাধিক পরিবর্তনও করা হয়। মন্দিরের মধ্যে পুজোর সামগ্রী রাখার জন্য একাধিক ঘর বানানো হয়েছে। ভোগ বিতরণের জন্যও আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

মন্দিরে ঢোকা বেরনোর জন্য বড় বড় দরজা তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ববাংলা গেটের আদলে তৈরি করা হয়েছে সেগুলি। মন্দির চত্বরে ৩০-৩৫টি ফুলের দোকান তৈরি করা হয়েছে। যাঁরা এতদিন ওখানে ফুলের ব্যবসা করতেন, তাঁদের জন্য স্থায়ী দোকান বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মন্দির চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগত পুণ্যার্থীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, তার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মন্দিরে প্রতিদিনই ভোগ খাওয়ানো হয়। সেই জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে একসঙ্গে বসে ২০০০ হাজার জন খেতে পারবেন। এছাড়াও রাতে যদি পুণ্যার্থীরা থাকতে চান, তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন গেস্ট হাউজ তৈরি করা হয়েছে মন্দির চত্বরে।

প্রতিদিন চাকলাধামে হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন এই মন্দিরটি সংস্কার করে ডিসেম্বরের মধ্যেই উদ্বোধন করতে। সেই মোতাবেক কাজও শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গত দু''মাস ধরে পর্যটন দফতর জোরকদমে কাজ শেষ করে। রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের তত্ত্বাবধানেই এই মন্দির সংস্কারের কাজ চলছিল।

গত নভেম্বর মাসে জেলা শাসক ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন পর্যটন মন্ত্রী। তারপর কাজের গতি আরও বাড়ে। সেই মন্দির সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে সম্প্রতি। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবারই নতুন রূপে সজ্জিত চাকলাধাম উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মধ্যপ্রদেশে ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু ১৩ জনের, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

গুনা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলায় ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে আগুন ধরে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাসে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ১৭ জন কমবেশি আহত হয়েছেন। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই আগুনে পুড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। গুনার জেলা কালেক্টর তরুণ রাঠি বলেছেন, বৃহস্পতিবার ভোররাতে গুনা-আরন সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গুনা-আরন রুটে একটি ডাম্পার ও বাসের সংঘর্ষের ফলে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। আমাদের অগ্রাধিকার হচ্ছে মৃতদেহ উদ্ধার এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শোকবার্তায় জানিয়েছেন, গুনা থেকে আরনগামী বাসে আগুনে যাত্রীদের প্রাণহানির খবর শুনে ব্যথিত। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে গিয়েও আহতদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'মধ্যপ্রদেশের গুনায় সড়ক দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুর খবর দুঃখজনক। আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' প্রধানমন্ত্রী মোদী শোকবার্তায় জানিয়েছেন, 'মধ্যপ্রদেশের গুনায় যে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে তা হৃদয়বিদারক।

যারা তাদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। সেই সাথে এই দুর্ঘটনায় আহত সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে, স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানে নিযুক্ত রয়েছে।'

গয়েরকাটায় হাতির হামলায় মৃত্যু সাইকেল আরোহীর

গয়েরকাটা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : ডুয়ার্সের গয়েরকাটায় রাজ্য সড়কে হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন অপর এক সাইকেল আরোহী। বৃহস্পতিবার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডুয়ার্সের গয়েরকাটায়। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম পরান সরকার (৬০)। তিনি পেশায় সবজি বিক্রেতা। অপর ব্যক্তি হরেকৃষ্ণ সরকার।

বৃহস্পতিবার সাইকেলে সবজি নিয়ে বানারহাট ব্লকের দুরামারী এলাকা থেকে গয়েরকাটার দিকে আসছিলেন দুজনে। গয়েরকাটা নাথুয়া রোডে আচমকাই মোরাঘাট জঙ্গল মধ্যবর্তী রাস্তায় উঠে আসে একটি হাতি। বুনোটির সামনে পড়ে যান পরান সরকার। তৎক্ষনাৎ হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে শূন্যে তুলে আছাড় মেরে জঙ্গলে চলে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হন পরান। ফাঁকা সড়ক হওয়ার কারণে দীর্ঘক্ষণ রাস্তার পাশে পড়ে থাকেন। পরবর্তীতে স্থানীয়রা এবং বনকর্মীরা তাঁকে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মোরাঘাট রেঞ্জ অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যদি সড়কে এই ঘটনা ঘটে তাহলে মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে।

কাঁথিতে 'আক্রান্ত' তৃণমূল নেতা, অভিযোগের তির বিজেপি-র দিকে

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): হামলার শিকার কাঁথি ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা তথা তৃণমূল নেতা আমিন সোয়েল। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলেই অভিযোগ। এই ঘটনায় কাঠগড়ায় বিজেপি। মাজিলাপুর অঞ্চলের সামরাইবাড় জলপাই এলাকায় সরকারি জায়গায় 'জল জীবন মিশনের' কাজ হওয়ার কথা ছিল। টেন্ডারও হয়ে যায়। কিন্তু বিজেপি পরিচালিত কাঁথি ১ পঞ্চায়েত সমিতি সামরাইবাড় জলপাই এলাকা থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে সরদপুর এলাকায় ব্যক্তিগত জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর, কাঁথি ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা আমিন সোয়েল তার প্রতিবাদ করেন। এই অশান্তির মাঝে বুধবার রাতে এলাকায় বাজি ফাটাতে শুরু করে বিজেপি। খবর পেয়ে রাত ১১টা নাগাদ আমিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ফেরার সময় আচমকা বিরোধী দলনেতার উপর হামলা চালানো হয়। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা হামলা চালায় বলেই অভিযোগ। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জেডিইউ ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং তেমনই থাকবে : লালন সিং

পাটনা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সভাপতি পদ থেকে নিজের ইস্তফার জল্পনা উড়িয়ে দিলেন রাজীব রঞ্জন (লালন) সিং। ইস্তফা দেওয়ার যাবতীয় গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে বৃহস্পতিবার লালন সিং বলেছেন, নীতীশ কুমার আমাদের দলের নেতা। জনতা দল ইউনাইটেড ঐক্যবদ্ধ ছিল, আছে এবং তেমনই থাকবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি যখন পদত্যাগ করব, তখন আপনাদের (সংবাদ মাধ্যম) আমি ফোন করব এবং আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব। জেডিইউ ঐক্যবদ্ধ আছে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকবে।'

এদিকে, জেডিইউ-র জাতীয় কার্য্যনির্বাহী সভায় দলের পোস্টারে লালন সিংয়ের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রসঙ্গে দিল্লিতে জেডিইউ-র প্রধান শৈলেশ কুমার বলেছেন, 'কেউ পদত্যাগ করছেন না। লালন সিং গত ৩৫ বছর ধরে দলের নেতা। তিনি কোথাও যাচ্ছেন না।' আবার জেডিইউ নেতা কে সি ত্যাগী বলেছেন, 'সমস্ত গুজব আমি খারিজ করছি। আজ থেকে শুরু হতে চলেছে দলের দুই দিনব্যাপী সভা।'

রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে খেলো ত্রিপুরা, প্যারা গেইমস২০২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। শুক্রবার থেকে রাজধানীর আস্তাবল ময়দানে শুরু হচ্ছে খেলো ত্রিপুরা, প্যারা গেইমস ২০২৩। রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এধরনের খেলার আয়োজন করা হয়েছে। ৩রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছে থাকে। এবার রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজনদের জন্য এক বিষয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই খেলার শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

রাজ্যের আটটি জেলা থেকে ২৬ জন করে প্রতিযোগী এই খেলায় অংশগ্রহণ করবেন। তাদের সঙ্গে থাকবেন ১৪ জন অভিভাবক ও নির্দেশক। এই খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেইমস ২০২৩ তে মোট ১১ টি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। থাকবে ক্রিকেট ও ফুটবল।

আজ প্রদেশ বিজেপির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে দিব্যাঙ্গ সেলের ত্রিপুরা প্রদেশ কনভেনার রাজীব ঘোষ জানিয়েছেন, বিশ্ব দিব্যাঙ্গজন দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের উদ্যোগে এই খেলার আয়োজন করা হয়েছে। মূলত দিব্যাঙ্গজনদের ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎসাহিত করতেই এই আয়োজন বলে জানিয়েছেন তিনি। আগামী ৩০ শে ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে এই খেলা শুরু হবে। সেখানে ডিডিআরসি- তরফে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়াও ইউনিক ডিসেবিলিটি কার্ড প্রদান করা হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আরো জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে রাজ্যের ৮টি জেলায় ৪টি ডিডিআরসি রয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানক্রমে আরো চারটি ডিডিআরসি স্থাপন করা হবে। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে যারা শীর্ষস্থান অধিকার করবে তাদের ২৪ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করবে। এছাড়াও শুক্রবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, দিব্যাঙ্গজনদের বিভিন্ন ভাতা, যন্ত্রপাতি, বীমা কার্ড সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হবে।

ইভিএম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ধর্মনগরে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ ডিসেম্বর: লোকসভা নির্বাচন সমাগত প্রায়। নির্বাচন দপ্তর ইতিমধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছে। ভোট দান সম্পর্কে ভোটারদের সচেতন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে নির্বাচন দপ্তর।

ইলেকশন কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী ইভিএম নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলছে ছোট ছোট শিবির। শিবিরের এক কর্মী নিত্যানন্দ সরকার জানান গত ১৫ দিন যাবত শহরের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক ছোট ছোট শিবির করে চলেছেন মানুষকে সচেতন করার জন্য।

তার আগে বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে এবং প্রত্যন্ত এলাকার এই ধরনের শিবিরের কাজ সম্পন্ন করেছেন। যারা নতুন ভোটার অর্থাৎ ১৮ বছর সদ্য অতিক্রম করেছে তাদেরকে কেমন করে ভোট দিতে হবে এবং এমন কিছু বয়স্ক ভোটার রয়েছেন যারা ভালো করে দেখতে পান না এবং যাদের ইভিএম সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই তাদেরকে সচেতন করে তোলাই হচ্ছে নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মীদের কাজ। বেশি সংখ্যক মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং ভোট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই এই শিবির বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিমানবন্দরে বোমা হামলার হুমকি

জয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : একটি ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে যে রাজধানী জয়পুর সহ অর্ধ ডজন বিমানবন্দরের আধিকারিক বিমানবন্দর এবং বিমানে বোমা ফেলার ইমেল হুমকি পেয়েছিলেন। তথ্য অনুযায়ী, অফিসের কাস্টমার কেয়ার আইডিতে ইমেল পাওয়ার পর জয়পুর বিমানবন্দরে আলোড়ন পড়ে যায়।

খবর পেয়ে সিআইএসএফ আধিকারিকরা দায়িত্ব নেন। এর পরে, স্থানীয় বিমানবন্দর থানার সহায়তায় তারা বিমানবন্দর এবং সেখানে অবতরণকারী বিমানগুলিতে তল্লাসি শুরু করে। তল্লাসিতে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কোনও বস্তু পায়নি পুলিশ। কারা এই ইমেল পাঠিয়েছে এবং কোথা থেকে এসেছে তা খতিয়ে দেখছেন কর্মকর্তারা।

আসলে, বুধবার গভীর রাতে, রাজধানী জয়পুর সহ অর্ধ ডজন বিমানবন্দরের আধিকারিকদের কাস্টমার কেয়ার আইডিতে একটি ইমেল এসেছিল যে জয়পুর, দিল্লি, লখনউ, চণ্ডীগড়, মুম্বই, চেন্নাই এবং আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে বোমা হামলা হবে। এরপর জয়পুর বিমানবন্দরে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় কিছু না পাওয়ায় সিআইএসএফ জয়পুর বিমানবন্দর থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়। পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং ইমেল প্রেরককে তা জানতে তদন্ত করছে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ফুলবাড়িতে

ফুলবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ২ এর বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে।এদিন ওই পড়ুয়াকে তার কাকার বাড়ির একটি ঘরে ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কেন ওই পড়ুয়া এমনটা করল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

আসন জটের মাঝেই দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন মমতা

উত্তর ২৪ পরগণা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): গোটা দেশে লড়াইটা হবে আইএনডিআই জোটের ব্যানারে। তবে বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে তৃণমূলই। দেগঙ্গার সভা থেকে জোট নিয়ে নিজের অবস্থান অনেকটাই স্পষ্ট করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আইএনডিআই জোটে তৃণমূলের শরিক কংগ্রেস এবং সিপিএম।

বামেদের সঙ্গে রাজ্যে তৃণমূলের কোনওরকম সমঝোতা যে হবে না, সেটা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। দেগঙ্গার সভা থেকে কংগ্রেসকেও যেন বার্তা দিয়ে গেলেন মমতা। স্পষ্ট করে বলে দিলেন, বাংলায় বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বে তৃণমূলই।

দেগঙ্গার সভায় তৃণমূল নেত্রী বললেন, "আইএনডিআই জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে। আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়বে। মনে রাখবেন বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে। সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও দল নয়।"মমতা এদিন যেভাবে জোর গলায় বলে গেলেন তৃণমূলের মতো অন্য কোনও দল বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারবে না, সেটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল, এদিন ফের বাম-বিজেপি এবং কংগ্রেসকে একাসনে বসিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।মমতা এদিন বলেন,"বালুকে ওরা গ্রেফতার করিয়েছে যাতে নির্বাচনের কাজ না করতে পারে। আর সেই খুশিতে বাম-বিজেপি আর কংগ্রেস একসঙ্গে মিছিল করতে নেমে পড়েছে।"আইএনডিআই জোটের চতুর্থ বৈঠকে বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের একটি রফাসূত্র দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী নিজেই। কংগ্রেসকে দুটি আসন ছাড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। একই সঙ্গে জোট চূড়ান্ত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর সময়সীমাও দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা শেষের দিকে আসন রফা নিয়ে আর বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। এরই মধ্যে তৃণমূল নেত্রীর এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

সুনু দত্ত

● প্রথম পাতার পর

ব্যস্ত থাকায় তিনি ত্রিপুরায় আসতে পারেননি। যার দরজা চিরদিন সাধারন মানুষের জন্য খোলা থাকতো তিনিই আজ চিরনিদ্রায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, একজন জননেতা কিরকম হতে হয় তা সুনুদা প্রমাণ করে গেছেন। এদিন বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের প্রয়াণে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, তাঁর প্রয়াণে ত্রিপুরাবাসী সহ রাজনৈতিক মহলের অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর এই কর্মময় জীবন ও অবদান ভারতীয় জনতা পার্টি চিরকাল মনে রাখবে। এদিন তিনি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এই কঠিন সময়ে শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।এদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।তাছাড়া, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত (সুনু দা) প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সুনু দা নেই মানেই একটা রাজনৈতিক অধ্যায়ের অবসান এবং রাজনৈতিক আঙ্গিনার উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের পতন। তিনি জীবদ্দশায় মানুষের সেবায় সর্বদায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতি মহুর্তে নিজের সাধ্যমত মানুষকে পরিষেবা দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রয়াণ নিঃসন্দেহে রাজ্য রাজনীতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।তারপর বিজেপি পার্টি অফিসে তাঁকে দলীয় পতাকা প্রদান করলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ও মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তারপর সেখান থেকে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে রামনগরবাসি সনু দা কে শেষবারের মতন দেখতে জনতার ভিড় ছিল লক্ষণীয়। জনতার চোখে বিদায়ের জল সেখান থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বটতলা মহাশ্মশানে। সেখানে গার্ড অফ অনার মাধ্যমে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে তাঁর।

ঠিকেদার

● প্রথম পাতার পর

সাইট থেকে পাইপ লাইনে কাজের পাইপ চেয়েছিলেন স্থানীয় নেতারা। প্রমোদ মল্লিক দিতে অস্বীকার করায় এই আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। থানায় অভিযোগ জানিয়ে ঠিকাদার প্রমোদ মল্লিক বলেন, লাউগাং গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রধানের সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ কাজের সাইট থেকে ম্যানেজার ফোন করে জানান, ২০ থেকে ৩০ জন লোক তাঁকে মারধর করছে। এ কথা শোনামাত্রই প্রমোদ মল্লিক ঘটনাস্থলে যাওয়ার পরে তাঁকেও নাকি আক্রমণ করে।এছাড়া প্রমোদ মল্লিক জানান, যেহেতু স্থানীয় লোকেরা সরকারি পাইপগুলি নেওয়ার চেষ্টা করে তার জন্য তিনি সেগুলি সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র রেখে দিয়েছেন। পাইপ সরিয়ে নেওয়ার কারণে, বিভিন্ন রকমের দোষারোপ করে মারধোর শুরু করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় উত্তপ্ত এলাকা।

প্রকল্প

● প্রথম পাতার পর

১০ লাখ যাত্রীদের সেবা দিতে সজ্জিত। টার্মিনাল ভবনের সম্মুখভাগ অযোধ্যায় আসন্ন শ্রী রাম মন্দিরের মন্দির স্থাপত্য প্রতিফলিত করে। টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরীণ অংশগুলি স্থানীয় শিল্প, চিত্রকর্ম এবং ভগবান শ্রী রামের জীবন চিত্রিত ফ্রেস্কো দিয়ে সজ্জিত।দুপুর ১ টার দিকে, প্রধানমন্ত্রী একটি সার্বজনিক সভায় অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে তিনি রাজ্যে ১৫,৭০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন, যা জাতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে অযোধ্যা এবং এর আশেপাশের এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রায় ১১,১০০কোটি টাকার প্রকল্প এবং উত্তরপ্রদেশ জুড়ে অন্যান্য প্রকল্পগুলির সাথে সম্পর্কিত প্রায় ৪৬০০ কোটি টাকার প্রকল্প।

গ্যাসের আধার লিঙ্কে টাকা নেওয়ার অভিযোগ, উত্তেজনা দুর্গাপুরে

পশ্চিম বর্ধমান, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নতুন নিয়ম অনুযায়ী গ্যাসে ভর্তুকি পেতে হলে আধার কার্ডের বায়োমেট্রিক লিঙ্ক বাধ্যতামূলক। তাই বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রতি শুরু হয়েছে আধার যোগের প্রক্রিয়া। তবে এরই মাঝে তৈরি হয়েছে নয়া সমস্যা।

কিছু কিছু জায়গায় আধার যোগের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। বৃহস্পতিবার এমনই এক অভিযোগ উঠল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর সংলগ্ন উখড়া গ্রামের নতুন হাটতলা এলাকায়।

বিগত চার-পাঁচ দিন ধরে নতুন হাটতলায় একটি দোকানের বাইরে উজ্জ্বলা গ্যাসের ভর্তুকির জন্য আধার যোগের কাজ শুরু হয়েছে। অস্থায়ী শিবির করে চলছে ওই কাজ। অভিযোগ, সেখানে প্রতি গ্রাহকের কাছ থেকে আধার যোগের নামে ৪০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। টাকা নেওয়ার পর তার কোনও রশিদও দেওয়া হচ্ছে না।

এই রশিদ না দেওয়ার কারণেই সন্দেহ হয় গ্রাহকদের। এরপর খোঁজ নিয়ে গ্রাহকরা জানতে পারেন আধার লিঙ্কের জন্য কোনও টাকা লাগে না। তারপরেই টাকা ফেরত দেওয়ার দাবিতে সরব হন গ্রাহকদের একাংশ। শিবি ছড়ায় উত্তেজনা।

স্থানীয় গ্রাহকদের দাবি, আধার যোগের জন্য ৪০ টাকা করে তাঁদের কাছে নেওয়া হয়েছে বিনিময়ে কোন রশিদ দেয়নি ওই ডিলার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। উজ্জ্বলা গ্যাসের ডিলার বিশ্বজিৎ মাঝি ও ডিলারের কর্মী নির্মল কুমার ঠাকুরকে আটক করে উখড়া ফাঁড়িতে নিয়ে যায় পুলিশ। অভিযুক্ত আটক ডিলার বলেন, "শিবিরটি আয়োজন করেছে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। কেন টাকা নেওয়া হয়েছে সেটা তারাই বলতে পারবে।'

এবারও বিজেপির দখলে যাবে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ, আত্মবিশ্বাসী রাজ্যের মন্ত্রী পীযূষ

হাফলং (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের হাফলং আসন এবার বিজেপির দখলে যাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠা লাভ করে এবারও উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদ দখল করবে বিজেপি, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছেন রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ তথা জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদীয় নির্বাচনের প্রচার অভিযানে এসে আজ বৃহস্পতিবার হাফলঙে অটলবিহারী বাজপেয়ী ভবনে রাজ্যের মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পরিষদের ছয়টি আসনে ইতিমধ্যে বিজেপি প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছেন। তা ডিমা হাসাও জেলার জনগণের রায়।

পীযূষ হাজরিকা বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের আগের দুটি নির্বাচনে হাফলং আসনে বিজেপি প্রার্থী জয় লাভ করতে সক্ষম হননি। তবে এবার হাফলং আসন বিজেপির দখলে যাবে দাবি করে মন্ত্রী বলেন, হাফলং আসন থেকে এবার বিজেপি প্রার্থী ধনপাইনন থাওসেনের জয় নিশ্চিত। তিনি বলেন, কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করছে, বিজেপি নাকি প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে নির্বাচন জিততে চাইছে। এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপি কখনও প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে নির্বাচনে জয়ী হয়নি। বিজেপি শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আর জনগণ বিজেপির কাজ দেখেই বিজেপির পক্ষে জনমত দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, বর্তমানে কংগ্রেস দলের কোনও অস্তিত্বই নেই। পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও লড়াই নেই বিজেপির। তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন, আগে যারা কংগ্রেসি ছিলেন, তাঁরাই এখন জার্সি বদল করে তৃণমূল কংগ্রেস করছেন। মন্ত্রী বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের ২৮টি আসনের মধ্যে ইতিমধ্যে ছয়টি আসন বিজেপির দখলে গেছে। এমতাবস্থায় অতি খারাপ হলেও পরিষদের ২৬টি আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত। আর ভালো হলে পরিষদের ২৮টি আসনই বিজেপির দখলে যাবে, দাবি করেন রাজ্যের মন্ত্রী পীযূষ।তিনি এদিন বলেন, তবে নির্বাচনকেন্দ্রিক হিংসা কোনওভাবেই কাম্য নয়। পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী।

এদিকে বিজেপির প্রার্থীর হয়ে প্রচারে ঝড় তুলতে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রাই, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা পরিষদের ২৮টি আসনে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিচ্ছেন। জানা গিয়েছে, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে প্রচার অভিযানে অংশ নিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা হাফলঙে আসবেন। প্রসঙ্গত, আগামী ৮ জানুয়ারি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন।

মহিলাদের প্রতি সম্মান, সমালোচকদের একহাত নিলেন তথাগত

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রসঙ্গে সমালোচকদের একহাত নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "আমাকে মহিলাদের প্রতি সম্মান শেখাবার জন্য মুলোগুষ্ঠি একেবারে ফেটে পড়ছে দেখছি ! কান খুলে শুনে রাখুন। যে সব ক্ষেত্রে মহিলারা শারীরিক কারণে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না (যেমন ঋতুকালীন অসুস্থ অবস্থায়) সেসব ক্ষেত্রে মহিলাদের সম্মান দিতেই হবে। কিন্তু যেখানে মহিলারা পুরুষের সঙ্গে সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন (যেমন রাজনীতি) সেখানে তাঁরা অতিরিক্ত সম্মান দাবি করতে পারেন না। বিশেষ করে যদি তাঁরা সায়নী ঘোষের সদৃশ মেয়েছেলেটির মত রাজনৈতিক কারণে শিবলিঙ্গে কনডম পরাবার মত গর্হিত নোংরামি করে থাকেন।

মহিলাদের সম্মানের জন্য যে সব মুলোর প্রাণ ফেটে যাচ্ছে তাদের জিজ্ঞাসা করি, রাজ্যে যে প্রায় দেড় কোটি মুসলমান মহিলা আছেন, তাঁদের যে বীভৎস ভ্যাপসা গরমের মধ্যেও একটা কালো তাঁবু - অর্থাৎ বোরখা - পরে ঘুরে বেড়াতে হয় সে সম্বন্ধে কি করেছেন ? নিজেরা কখনো বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বা ভাদ্র মাসে ঐরকম তাঁবু ঝুলিয়ে সারাদিন রোদে ঘুরে দেখুন তো, কেমন লাগে ? কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে একশো বছর আগে এই জঘন্য প্রথা তুলে দিয়েছিলেন - অত যদি মহিলাদের জন্য দরদ তবে আপনারা তুলে দেখান তো !যে কুপ্রথার ফলে স্বৈরাচারী মুসলিম স্বামীরা যখন খুশি তালাক দিয়ে দিতে পারে সে ব্যাপারেও তো মোদীজিকেই পদক্ষেপ নিতে হল ! এখনো সেই স্বামী তিনটে সতীন নিয়ে আসতে পারে !যত ওস্তাদি শুধু স্বামী বিবেকানন্দ আর ফুটবল নিয়ে !"

স্বামী বিবেকানন্দ ও ফুটবল প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার তৃণমূলের দুই নেত্রী অনুগামীদের নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় ফুটবল খেলেছিলেন। সেই ছবি যুক্ত করে বুধবার তথাগতবাবু এক্স হ্যাণ্ডেলে লেখেন,"মেয়েছেলে ভাঁড় একটি বিরল প্রজাতি। তাদেরকে চিড়িয়াখানার বাইরে এনে তাদের দিয়ে ভাঁড়ামো দেখাবার প্রচেষ্টাকে জানাই অভিনন্দন।"

একই ছবি যুক্ত করে অপর একটি মন্তব্যে তিনি লিখেছেন, "যে মহিলাটি শিবলিঙ্গের উপর কনডম পরিয়ে তাবৎ শিবভক্ত তথা হিন্দুধর্মের অপমান করেছিল সে এখন মুলোদিদমার হুকুমে শাড়ী সামলে স্বামীজিকে ফুটবল বানাচ্ছে !হিন্দুধর্মের ও স্বামীজীর এমন অপমান আর কেউ করেছে বলে মনে পড়ে না।"এর প্রক্ষিতে কেউ কেউ এক্স হ্যাণ্ডেলে আক্রমণের চেষ্টা করেন তথাগতবাবুর। তারই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তিনি।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন থেকেই বাংলা-অযোধ্যা ট্রেন যাত্রার উদ্যোগ বঙ্গ বিজেপির

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বঙ্গ বিজেপির নয়া উদ্যোগ বাংলা টু অযোধ্যা ট্রেন পরিষেবা। বিজেপি সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হয়েছে এই মর্মে। ট্রেন ভাড়া করতে চায় রাজ্য বিজেপি।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন ২২ জানুয়ারি থেকেই বাংলা থেকে প্রতিদিন একটি করে অযোধ্যা এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা চালুর ভাবনা গেরুয়া শিবিরে। বাংলার বিজেপির কর্মী সমর্থক অথবা সাধারণ মানুষ, যে কেউ যদি রামমন্দির দর্শন করতে যেতে চান তাহলে নিখরচায় যাত্রীদের নিয়ে ট্রেন পৌঁছে যাবে অযোধ্যায়। এমনই উদ্যোগ বিজেপির। বৃহস্পতিবার দলীয় সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

২০২৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে লোকসভা ভোট হওয়ার সম্ভাবনা। চলতি লোকসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ১৬ জুন। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল এপ্রিল-মে মাসে। সেই হিসাবে ভোটের মাস কয়েক আগে রামমন্দিরে মূর্তি বসে যাচ্ছে। রামমন্দিরের দরজা খুলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে।

বিরোধীরা আগেই অভিযোগ করেছিল যে, '২০২৪ সালের লোকসভা ভোট হিন্দুত্বের আবহে করতে চায় বিজেপি। রাজনৈতিক হিসাব কষেই রামমন্দিরের উদ্বোধন করা হবে।' এদিকে রামমন্দির নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর প্রচার শুরু করে দিয়েছে বঙ্গ পদ্ম ব্রিগেড। এবার রাম মন্দির দর্শনকে সামনে রেখে বাংলা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবার ভাবনা রাজ্য বিজেপির। বিশেষ সূত্রের খবর, বুধবার বিজেপি রাজ্য কমিটির যে বৈঠক হয় আইসিসিআর হলে সেখানেও বাংলা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবার বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে।

যোগী সরকারের বড় সিদ্ধান্ত, অযোধ্যার ৮৪ কোসি পরিক্রমা এলাকায় মদ বিক্রি নিষিদ্ধ

অযোধ্যা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভগবান রামের শহর অযোধ্যার ৮৪ কোসি পরিক্রমা এলাকায় সম্পূর্ণরূপে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিক্রমা এলাকায় অবস্থিত সমস্ত মদের দোকান সরানো হবে। এই মদের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ৮৪ কোসি পরিক্রমা পথে থাকবে। ইতিমধ্যেই শ্রী রাম মন্দির এলাকায় মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।রাজ্যের আবগারি ও নিষেধাজ্ঞার মন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) নীতিন আগরওয়াল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছেন, ' মুখ্যমন্ত্রী র নির্দেশ অনুসারে আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, আমরা ৮৪ কোসি পরিক্রমা পথে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করব। আমরা সেখানে বরাদ্দকৃত দোকানগুলি স্থানান্তরিত করেছি এবং সেই পথে আমরা সম্পূর্ণরূপে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করেছি ... এটি ১৫০-১৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা। তাই আমরা সব দোকান অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়েছি।'

৮৪ কোসি পরিক্রমা সড়কটি পাঁচটি জেলার মধ্য দিয়ে যায়: বাস্তি, গোন্ডা, অযোধ্যা, বারাবাঙ্কি এবং আম্বেদকরনগর।এই পরিক্রমা পথে রয়েছে এনএইচ-২৮, এনএইচ-২৭, এনএইচ-১৩৫ এবং এনএইচ-৩৩০। এই এলাকায় ৬০০ টিরও বেশি মদের দোকান রয়েছে যা সরানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, অযোধ্যায় পুরোদমে চলছে রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি। এর জেরে অযোধ্যায় রাজ্যের মন্ত্রীদের পাশাপাশি উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জমায়েত হচ্ছে। অভিষেক অনুষ্ঠানে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে, ৩০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রী রাম বিমানবন্দরের উদ্বোধন করতে অযোধ্যায় আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে আজ অযোধ্যা পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

রাম মন্দিরে যাচ্ছেন কি, প্রশ্ন শুনেই বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর ২৪ পরগণা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : অযোধ্যায় নতুন নির্মিত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে পুজোয় বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের সমস্ত বিরোধী দলের নেতাকে ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে মন্দির নির্মাণ কমিটি। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের সভার ফাঁকে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি। সাংবাদিকরা তাঁর কাছে জানতে চান, অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তিনি যাবেন কিনা ! জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা শ্লেষের সঙ্গেই বলেন, "ভাই তোমরা তো সব জেনে বসে আছো। আমি তো কিছুই জানি না।"তৃণমূল সূত্রে অবশ্য জানানো হয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অযোধ্যায় যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। গেলেও অন্তত ওই দিন যাবেন না।

মারধর

● প্রথম পাতার পর

চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিল সূর্যধন নোয়াতিয়া। যদিও সূর্যধনের দাবি সে এলাকারই অপর একজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ঋন এনেছিল। ঋনের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে না পারায় ঐ ব্যক্তি তার হাত থেকে দোকান মালিকের ছেলের মোবাইলটি জোরপূর্বক নিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের দাবী উঠেছে।

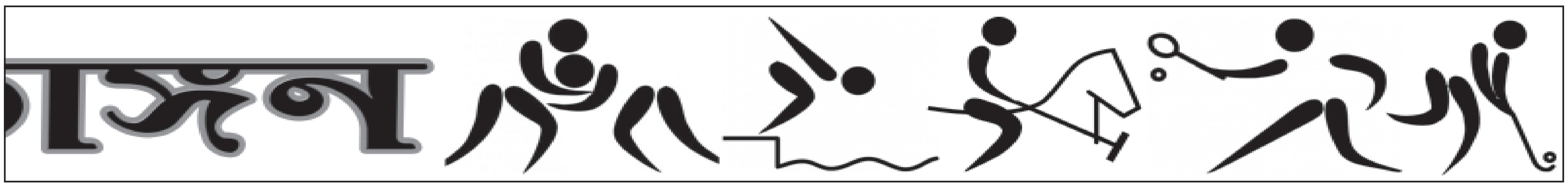

সুপারে জয় অব্যাহত রেখে চ্যাম্পিয়ানের লক্ষ্যে চাম্পামুড়া

চাম্পামুড়া- ১৮৬/৫ প্রগতি- ১৬৯/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। দুরন্ত লড়াই। তাতেও শেষ রক্ষা হলো না প্রগতি প্লে সেন্টারের। ছিটকে গেলো সদরের সেরা হওয়ার দৌড় থেকে। সুপার ফোরে টানা ২ ম্যাচে জয় পেয়ে খেতাবের দোরগোড়ায় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৩ ছোটদের ক্রিকেট আসরে। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে অনুষ্ঠিত সুপারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চাম্পামুড়া সি সি ১৭ রানে পরাজিত করে প্রগতি প্লে সেন্টারকে। চাম্পামুড়ার গড়া ১৮৬ রানের জবাবে প্রগতি ১৬৯ রান করতে সক্ষম হয়। প্রগতির ওপেনার শ্রেষ্ঠাংশু দেব যতক্ষণ উইকেটে ছিলো ততক্ষণই জয়ের সম্ভাবনা ছিলো। শ্রেষ্ঠাংশু আউট হতেই আর কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হয়নি। এদিকে চাম্পামুড়ার পক্ষে দলনায়ক অয়ন দেবনাথ এবং মনিষ ঘোষ অর্ধশতরান করে দলকে বড় স্কোর গড়াতে মূখ্য ভূমিকা নেয়। ওই দুজনের দাপটেই চাম্পামুড়া নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান করে। অথচ দিনের শুরুতে চাম্পামুড়াকে চেপে ধরেছিলো প্রগতি। একসময় ৪১ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাম্পামুড়া ছিলো খাদের কিনারায়। ওই অবস্থায় মনিষ এবং অয়ন দলকে টেনে তোলার সব দাযিত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়।চতুর্থ উইকেটে দুজন ১০২ রান যোগ করে দলকে লড়াই করার জায়গায় নিয়ে যায়। অয়ন ৭১ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮১ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া মনিষ ৬১ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রান করে। প্রগতির পক্ষে ঋদ্ধিমান কর ৩১ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে প্রগতির শুরুটা ভাল করেছিলো দুই ওপেনার শ্রেষ্ঠাংশু এবং যশ। ওপেনিং জুটিতে দুজন যোগ

NOTICE INVITING e-TENDER
PNie-T NO0.82/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated :22/12/2023

The Executuive Engineer Mechanical Division, Agartala on behalf of the Governor of Tripura, invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resoucrful manficature / authorized dealers or OTIS / THYSSENKRUPP/ KONE/ JHONSON Lift Pvt. Lte / SCHINDLER / MISTUBISHI / reputed and leading manufacturers complying the special Terma & condition attached with the tender documents strictly and have a good infrastucture at Agartala as well as having experience in similar nature of work (in.Govt./Govt. indertakoing building for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEES	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	Providing, Installation and Commissioning of 1(one) No. Machine room less (MRL) lift of 8 (eight) passenger (544 kg) capacity passenger elevator up to G+1 level at District and Sessions Judge Court buildings, Kailashahar, Unakoti, Tripura during the year 2023-24. DNIeTNo;57/EE/DNIeT/MECH.DIVN/ Agt/2023-24.	Rs 23,58,956.00	Rs 47,179.00	Rs 1,000.00	54(Fifty Four) Months	Up to 15.00 Hrs on 10/01/2024.	At 15.30 Hrs on 10/01/2024.	Appropriate Class

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-Procurement portal https://tripuratenders.gov in

ICA/C-3807/23

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD,
Agartala

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 12/01/2024 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 04 nos. CWSN Toilet for Secondary level at 04 nos. School under Ambassa, Manu and Chawmanu block of Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 70/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24 PRESS NIT NO: 105/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24	Rs. 11,86,000.00	Rs. 23,200.00	6(Six) months	Up to 3PM 12/01/2024	At 13/01/2024 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-3802/23

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

আগামী ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ইং সন্ধ্যা ৫.০০ ঘটিকায় আগরতলা এধীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ। থেকে নিম্নে নির্বাচিত ক্লাব/সামাজিক সংস্থা/পুজা কমিটিকে শারদ সন্যান ২০২৩ইং প্রদান করা হবে।

সম্পূর্ণ পুর এলাকায় সেরার সেরা ক্লাবগুলি হল ঃ

	ক্যাটাগরি	ক্লাব/সামাজিক সংস্থা/পূজা কমিটির নাম
সেরার সেরা	সেরা প্রতিমা	ভারতরত্ন সংঘ, উষা বাজার,
	সেরা মন্ডপ	রামঠাকুর সংঘ রামঠাকুর রোড,
	সেরা আলোকসজ্জা	ঐকতান যুব সংস্থা, শান্তিপাড়া,
	সেরা থিম	আজাদ হিন্দ সংঘ, ধলেশ্বর,
	মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত সেরা দূর্গাপুজা	মা ত্রিনয়না সামাজিক সংস্থা, এডি নগর
সেন্ট্রাল জোন	সেরা প্রতিমা	অরুণোদয় সংঘ
	সেরা মন্ডপ	রামঠাকুর সংঘ
	সেরা আলোকসজ্জা	ঐকতান যুব সংস্থা
	সেরা থিম	ছাত্রবন্ধু সংঘ,
দক্ষিণ জোন		কৌরবস ক্লাব সুভাষপল্লী,
	সেরা প্রতিমা	বিপিসি পশ্চিম প্রতাপগড়
	সেরা মন্ডপ	কালিমাতা সংঘ, রেলস্টেশন
	সেরা আলোকসজ্জা	আপনজন ক্লাব, জহর ব্রীজের নিকট
পূর্ব জোন	সেরা থিম	অগ্রদূত সংঘ যোগেন্দ্রনগর
	সেরা প্রতিমা	শিবনগর মর্ডান ক্লাব
	সেরা মন্ডপ	ফ্লাওয়ার্স ক্লাব, মঠ চৌমুহনী
	সেরা আলোকসজ্জা	এম, বি বি ক্লাব, নেতাজি সুভাষ রোড
	সেরা থিম	
উত্তর জোন	সেরা প্রতিমা	ভারতরত্ন সংঘ, উষা বাজার,
	সেরা মন্ডপ	বর্নালী সংঘ, কুমারী টিলা
	সেরা আলোকসজ্জা	কুঞ্জবন স্পোটিং ইউনিয়ন ক্লাব
	সেরা থিম	নিউস্টার ক্লাব, উজান অভয়নগর

উক্ত অনুষ্ঠানে ক্লাব/সংস্থা/পুজা কমিটি সহ সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

মহাম্মদ সাজ্জাদ, পি (আই এ এস)
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

আমন্ত্রণ পত্র

মহাশয়/মহাশয়া
আগামী ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ইং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ক্লাব / সামাজিক সংস্থা/ পূজা কমিটিকে শারদ সম্মান ২০২৩ প্রদান করা হবে।
উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় উদ্বোধক সহ নিম্নলিখিত সম্মানিত অতিথিগণ উপস্থিত থাকবেন:-

উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি
প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা সরকার।

সম্মানিত অতিথি
শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী খাদ্য, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।

বিশেষ অতিথি
শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী, প্রাক্তন চেয়ারম্যান খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ।
শ্রীমতি মনিকা দাস দত্ত, মাননীয়া ডেপুটি মেয়র, আগরতলা পুর নিগম।

সভাপতি
শ্রী দীপক মজুমদার, মাননীয় মেয়র, আগরতলা পুর নিগম।

আপনাদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠান নন্দিত হয়ে উঠুক।

ইতি
নিবেদক
মহাম্মদ সাজ্জাদ, পি আই এ এস
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

Government of Tripura
Directorate of Skill Development
Department of Industries & Commerce
ITI Road Indranagar, Agartala
Telephone: 0381-2355518, Email-skilltripura@gmail.com

No.F.6(80)/TSDM/2018 Dated, ... Dec,2023

National Skill Development Corporation International (NSDCI)-এর উদ্যোগে Restaurant Staff এর জন্য JAPAN- 5 Placement এর সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন।
নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন উৎসাহী প্রার্থীদের আগামী 03/01/2024 তারিখ বিকেল ৪ টার মধ্যে Biodata জমা (দে)বার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

Country Name	JAPAN
Position/vacancy	Restaurant Staff / 20 nos
Qualification	Candidates having Hotel Management degree from a reputed institute of India or Diploma. But the diploma must be atleast six months or higher. Experience in F & B and kitchen is good to have, however new graduates (fresher's) are also welcome. Who are willing to learn Japanese full time for approx 9 months.
Age	20-27 years
Gender	Male and Female
Gross Salary	2,40,000 yen per month
Expectations from selected candidates	Should be willing to learn full time Japanese Language(upto N3) for 9 months in Delhi
Japanese Language Training fees (including Exam fees+ medical exam fees+ VISA fees)	Rs. 89,500/- (skill loan to be provided for candidates, as per the requirement)
Interview & Training	Interview Location: Delhi Interview Dates: 22nd & 23rd January 2024 in Delhi

যোগাযোগ করুন: Directorate of Skill Development
ITI Road, Indranagar, Agartala, Tripura(W)
Contact No-0381-2350188/0381-2355518/0381-2352222
Email: placementdsdtripura@gmail.com
বি:দ্র:-Biodata জমা দেওয়ার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের অফিস এবং প্রতিটি জেলার District Skill Committee-DM & Collector Office/GM DIC office)- এর সাথে যোগাযোগ করুন।

Sd/
Joint Director of Skill Development
Govt. of Tripura

ICA/D-1506/23

PNIT No.: 12/EE/PWD(DWS)/KMP/2023-24
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 23/EE/PWD(DWS)/KMP/2023-24	Rs. 1,96,000.00	Rs. 3,920.00	150 (one hundred fifty) days	Appropriate Class
2	DNIeT No: 24/EE/PWD(DWS)/KMP/2023-24	Rs. 1,96,000.00	Rs. 3,920.00	150 (one hundred fifty) days	
3	DNIeT No: 25/EE/PWD(DWS)/KMP/2023-24	Rs. 1,96,000.00	Rs. 3,920.00	150 (one hundred fifty) days	
4	DNIeT No: 26/EE/PWD(DWS)/KMP/2023-24	Rs. 1,96,000.00	Rs. 3,920.00	150 (one hundred fifty) days	

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 12-01-2023 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 12-01-2024 at 16.00 Hrs.
Website for Document Downloading and Bidding at Application https: / /tripuratenders.gov.in
Tender Fee Rs. 1000.00 each non efundable).
EMD to be done by online payment mode as
Specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-9612737307
All details are available in the https: / /tripuratenders.gov.in www.eprocure.gov.in/epublishing

ICA/C-3820/23

Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai, Tripura

PRESS NOTICE. INVITING TENDER No-05/KLS/MC/e-T ENDER/PNIeT/2023-24
Dated : 18 /12/2023.

The Chief Executive Officer, Kailashahar Municipal Council, Kailashahar invites on behalf of the "Chair person" of Kailashahar Municipal Council percentage rate single Bid e-tender (PWD Form-7) from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and' eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3 pm on 10 /01/2024 for the following works:-

Sl. No	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Name of work	Estimated cost (Rs.)	Earnest money (Rs.)	Bid Fee (Rs)	Time for Completion	Time for Document Downloading and Bidding	Time and Date of Opening of bid	Document Downloading and Bidding at application	Class of Quotationer
1)	"Additional work of tertiary centre like back side protection Retaining wall, Over Head Tank, Under Ground tank, Transformer Base and rest boundary wall in sunamuki, Kailashahar, Unakoti Tripura. DNIT 35/SE/UDD/EW/2023-24	Rs. 2649876.00	Rs. 52998.00	Rs. 1000.00	120 (One hundred and twenty) days	From 21/12/2023 to 10/01/2024 Upto 15.00 Hrs.On	At 16.00 Hrs. On 10/01/2024 (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2)	"Setting up of Electric cremation furnace at Different Municipal Council of Tripura including Civil & Mechanical Works." DNIT 36/SE/UDD/EW/2023-24	Rs. 10591797.00	Rs.211836.00	Rs. 4000.00	09 (Nine) Month	From 21/12/2023 to 10/01/2024 Upto 15.00 Hrs.On	At 16.00 Hrs. On 10/01/2024 (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:/ Aripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24X7 until the time of Bid closing with option for Re-Submission wherein only their latest submitted. Bid would be considered for evaluation. The e-procurement website will not any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal any time after start date of bid submission and before bid submission end date using Net Banking facility by the bidders. The Bid Fee, above mentioned work in column no, 04 will be paid electronically over the ONLINE Payment facility IS Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Chief Executive Officer, Kailashahar Municipal Council,Kailashahar Unakoti Tripura and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.go.in, However intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contract by e-mail to kailashaharnp2011@gmail.com.

ICA/C-3817/23

Chief Executive Engineer
Kailashahar Municipal Council
Kailashahar: Unakoti Tripura

সুরজিৎ দত্তের প্রয়াণে ফুটবল মহল থেকেও শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। প্রয়াত হলেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় জনদরদী বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৯ বছর। কিডনি জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন দীর্ঘদিন ধরে এই জন প্রতিনিধি। অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থ্যার তরফে প্রয়াতের প্রতি শোকজ্ঞাপন করা হলো। কেন না রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজ্য ফুটবলের সঙ্গে ও জড়িয়ে ছিলেন বিগত বহু বছর ধরে। একটা সময় তো সুরজিৎ দত্ত রাজ্য ফুটবল সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব ও সামলেছেন দারুন ভাবে। এ আই এফ এফের তরফে সভাপতি কল্যাণ চৌবে প্রয়াতের পরিবার বর্গের প্রতি তথা ওনার বিদেহী আত্মার প্রতি শোক জ্ঞাপন করলেন।

দিবাঙ্গদের নিয়ে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস শুরু আজ, উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ২৮ ডিসেম্বর।। আগামীকাল থেকে রাজ্যে প্রথমবারের মতো দিব্যাঙ্গদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস। আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিযোগিতামূলক এই গেমস। এতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৬৪ জন দিব্যাঙ্গ খেলোয়াড় অংশ নেবে বিভিন্ন ইভেন্টে। রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের প্রথমবারের মতো দিব্যাঙ্গদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস ২০২৩। আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত এই গেমসে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলায় অংশ নেবে দিব্যাঙ্গরা। আগামীকাল বিকেল তিনটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা। পরদিন ৩০ ডিসেম্বর সকাল থেকে দিনভর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে চলবে ১১টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে শংসাপত্রের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতেই ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সামগ্রী, পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। রাজ্যের সবকটি জেলা থেকে প্রায় ৩৬৪ জন অংশ নেবে এই প্যারা গেমসে। দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে রেখে সম্প্রতি যুব বিষয়ক ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় আরও বলেছেন, এই প্যারা গেমসে থাকবে সুশাসন মেলাও। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাদের বিভিন্ন নথিপত্র নেই তাদেরকে তৎক্ষণাৎ নথিপত্র প্রদান করা হবে শিবিরে।

লীগে বিধ্বংসী এডি নগরকে হারিয়ে সুপারে চমক এনএসআরসিসি-র

আর সি সি-১৪৭/৮ এ ডি নগর-৮৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ঘুরে দাড়ালো এন এস আর সি সি। দুরন্ত ভাবে। অনশ ভাটনাগরের অধিনায়কোচিত ব্যাটিংয়ে। পরাজিত করলো এ ডি নগর প্লে সেন্টারকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এন এস আর সি সি ৬০ রানে পরাজিত করে গ্রুপ লিগে অপ্রতিরোধ্য থাকা এ ডি নগরকে। সকালে টসে জয়লাভ করে আর সি সি-র গড়া ১৪৭ রানের জবাবে এ ডি নগর ৮৭ রান করতে সক্ষম হয়। অনশ ভাটনাগর ৭৩ রান করে। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পর এদিন জয় পাওয়ায় লড়াইয়ে টিকে রইলো জয়কিশোর দেববর্মার দল। শুক্রবার প্রগতি প্লে সেন্টারকে পরাজিত করতে পারলে সদরের দ্বিতীয় স্থান দখল করা নিশ্চিত হয়ে যাবে ঋষভ চক্রবর্তীদের। বৃহস্পতিবার শুরু থেকেই চাপে পড়ে গিয়েছিলো আর সি সি। বিশেষ করে দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান শায়ন্তন কর ব্যর্থ হওয়ায়। ওই অবস্থায় দলকে টেনে তোলার যাবতীয় দাযিত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয় অনশ। দুরন্ত ব্যাটিং করে নিজে শুধু অর্ধশতরান করেনি, দলকে লড়াই করার স্কোরে নিয়ে যায়। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যায় দিনের নায়কটি। ৮৬ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৩ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে দীপক ভাটনাগরের ছেলে অনশ। এছাড়া দলের পক্ষে দেবব্রত রুদ্র পাল ৪৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং শাৎভিক ঘোষ ২৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। এ ডি নগরের পক্ষে দিবাকর মজুমদার ৩১ রানে ৩ টি এবং শুভ্রজিৎ পাল ১৫ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে আর সি সি-র বোলারদের আটোসাটো

NIT NO: e-PT- IDAD/2023-24 Dt. 26/12/2023
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 11/01/2024 for 5. (Five) nos works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be availbe in the website only.

ICA/C-3812/23

Executive Engineer
RD Agartala Diviaion
Gurkhabasti, Agartala

পবিত্র হজ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি - ২০২৪ ইং

জানানো যাইতেছে যে যাহারা ২০২৪ ইং সনে পবিত্র হজ করিতে ইচ্ছুক তাহারা একমাত্র অনলাইনে হজ কমিটি অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট: **hajcommittee.gov.in** এর মাধ্যমে আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১৫/০১/২০২৪ ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে।
আবেদনকারীগন অনলাইনে দরখাস্ত করার পূর্বে অবশ্যই হজ ২০২৪ এর নির্দেশিকাগুলি পড়ে নেবেন। যাদের পাসপোর্ট ১৫/০১/২০২৪ ইং এর মধ্যে ইস্যু হয়েছে এবং পাসপোর্ট এর বৈধতা ৩১/০১/২০২৫ ইং পর্যন্ত আছে তারাই আবেদন করিতে পারবেন।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য রাজ্য হল কমিটি অফিস, হজ ভবন, মেলারমাঠ, আগরতলায় যোগাযোগ করিতে পারেন। (ফোন:- ০৩৮১২৩৮৭৫৮৩)

ICA-D-1498/23 (মোঃ হাবিজ উদ্দিন টি সি এস)
কার্য নির্বাহী আধিকারিক ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটি

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No. 11/PNIeT/EE/ WRD-VIL/PTL/2023-24, Dt. 20-12-2023.

On behalf of the 'Governor of Tripura, The Executive Engineer, Water Resource Division No-VI, Pecharthal, Unakoti District, Tripura invites the online percentage rate e-tender in single bid system from the approved & eligible Contractors/ Firms/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/Central & State sector undertaking and also from the registered firm/ company for the works having experience of similar nature of work for the following work:-(i) DNIe-T No. 06/SE/WRC-I/ DNIeT/KGT/2023-24, (ii) DNIe-T No.A2-/SE/WRC-IV/DNIeT/ KGT/2023-24 & (iii) DNIe-T No. 46/EE/WRD-VII/PTL/2023-24, The Last date and time for document downloading and bidding up to 3.00 P.M. on 12-01-2024 and Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 12-01-2024 if possible.
The notice in details can also be seen at website https:// tripuratenders.gov.in
FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-3799/23

Executive Engineer
Water Resource Division No - VII
Pecharthal, Unakoti, Tripura.

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস

দেশের মূল কাঠামোকে শক্তিশালী করাই লক্ষ্য ঃ আশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। জাতীয় কংগ্রেসের মহান নেতাদের অনুপ্রেরণা নিয়ে আগামীদিনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংকল্প বদ্ধ প্রদেশ কংগ্রেস। দেশের মূল কাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অঙ্গীকার নিয়েছে আমরা। আজ কংগ্রেসের ১৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে একথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

এদিন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসে ভবনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা।

এদিন প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গোপাল চন্দ্র রায়। দলীয় প্রথা উত্তোলন করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। তারপর প্রয়াত নেতৃত্বদের প্রতি পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন দলীয় নেতারা। পরবর্তী সময়ে গান্ধীঘাটে গিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বগণ।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, আজ রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের মহান নেতাদের অনুপ্রেরণা নিয়ে আগামীদিনে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংকল্প বদ্ধ প্রদেশ কংগ্রেস বলে জানান তিনি।

আগুনে পুড়ে ছাই চারটি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চারটি ঘর। গতকাল রাতে ওই ঘটনায় কমলপুর থানার মানিক ভান্ডার বাজার সংলগ্ন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা বাড়ির মালিকের। বাড়ির মালিক রাজীব ঘোষ জানিয়েছেন, গতাকাল রাতে তাঁর চারটি ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তখন বাড়িতে তিনি ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী সহ পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। বাড়ির মানুষ তাকে ঘরে আগুন লাগার খবর জানিয়েছেন। খবর পেয়ে তিনি তড়িঘড়ি আজ সকালে বাড়ি ছুটে আসেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে ওই তাঁর ঘরে থাকা জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১ কোটি টাকার অধিক হবে বলে জানান তিনি।

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য শক্তিশালী মা ও দেশ গঠন ঃ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতিঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানের সাফল্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। চড়িলামের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় মিনি স্টেডিয়ামে প্রধানমীর এই মতবিনিময় সম্পচারটি প্রত্যক্ষ করেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মাসহ বিশিষ্ট জনেরা।

এ উপলক্ষে আয়োজিত বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, গত ৯ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমী উজ্জলা যোজনা, প্রধানমী জনধন যোজনা, স্বচ্ছভারত মিশন সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বহু সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন। উপকৃতরা মেরি কাহানী মেরি জবানী কর্মসূচিতে তাদের সফলতার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, সমাজের অন্তিম পর্যায়ের যে সকল ব্যক্তি এখনো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে অবগত নন তাদের ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়ির মাধ্যমে সচেতন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই দু'টি কর্মসূচিতে রাজ্যের ৮০০০ জনকে এখন পর্যন্ত আয়ুমান কার্ড, প্রধানমী উজ্জলা যোজনায় ৯০০০ জনকে গ্যাসের কানেকশন দেওয়া হয়েছে। কয়েক বছরে প্রধানমী আবাস (গ্রামীণ) যোজনায় ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার সুবিধাভোগীকে ঘর দেওয়া হয়েছে। এই যোজনায় শহর এলাকার ৯৪ হাজার ১৫৩ জন সুবিধাভোগীকে ঘর দেওয়া হয়েছে। প্রধানমীর মূল লক্ষ্য হলো শক্তিশালী মা ও শক্তিশালী দেশ গঠন করা। এ কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমী, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমীসহ অন্যান্য অতিথিগণ স্বাবলম্বন প্রকল্পে ৪ জনের হাতে ১৪ লক্ষ টাকার চেক তুলেদেন। এছাড়া প্রধানমী মাত্রবন্দনা যোজনা, মুখ্যমী মাতপুষ্টি উপহার যোজনা, প্রধানমী উজ্জলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রভৃতি প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের নানা সহায়তা দেওয়া হয়। শিবিরে ১৮টি দপ্তরের প্রদর্শনীস্টল থেকে গ্রামবাসীদের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে সচেতন করা হয় এবং সুবিধা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাখী দাস কর, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য বিশ্বজিৎ সাহা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসকসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাম মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে কলসি পূজন ও র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ ডিসেম্বর।। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে কলসি পূজন এবং এক রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক মনোজ ধর জানিয়েছেন, উত্তর জেলার নয়টি কেন্দ্র থেকে নয়টি কলসি এসে ধর্মনগরের অফিসটিলার কালিবাড়িতে এসেছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, সবার পক্ষে ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় তাই প্রতিটা গ্রামে গ্রামে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওই দিনটিকে মহাসমারোহে পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২২ জানুয়ারী সকালে রামকে নিয়ে প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠিত হবে। তারপর সারাদিন উৎসবের পর সন্ধ্যায় দীপাবলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই দিনে রাম সীতা এবং লক্ষণকে নিয়ে ১৪ বছরের বনবাস শেষ করে ঘরে ফেরায় যেমন করে দীপাবলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তেমনি ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় হিন্দু সনাতনীরা দীপাবলি অনুষ্ঠান পালন করবে।

বিভিন্ন দাবিতে পানিসাগরে বামেদের জনসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৮ ডিসেম্বর।। বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ ও শাসকের দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নেশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পানিসাগর মহকুমা সদরে সিপিআইএম পানিসাগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন সিপিআইএম উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সদস্য সুকেশ নাথ।

বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য পবিত্র কর। সিপিআইএম পানিসাগর মহকুমা সম্পাদক অজিত দাস ও যুবরাজনগর কেন্দ্রের বাম বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ ও সুকেশ নাথ।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে পবিত্র কর বলেন, সমগ্র রাজ্যজুড়ে বিজেপির সুশাসনে ভয়ংকর অবস্থা। মানুষের হাতে কাজ নেই, হাজার হাজার যুবক যুবতীরা বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরায় নেশায় হাবুডুবু খাচ্ছেন যুব অংশের জনগণ। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি মানুষের কাছে এক দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন মানুষ এর থেকে রক্ষা পেতে আগামীদিনে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। দেশের মধ্যে সবগুলো বিরোধী দল একত্রিত হয়ে সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন। সংসদের বিষয়ে মত প্রকাশ করে তিনি বলেন সংসদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি বিরোধী দলের সাংসদরা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে সাসপেন্ড করা হচ্ছে।

এছাড়াও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় তুলে এনে এদিন বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন বাম নেতৃত্বরা।

শিক্ষকের জন্মদিনে রক্তদান করল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধলাই, ২৮ ডিসেম্বর: ধলাই জেলার কমলপুরের সালাহালি শান্তিনিকেতন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই আপনজন। কোচিং সেন্টারের ওই শিক্ষকের জন্ম দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে ছাত্র-ছাত্রীরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ধরনের উদ্যোগ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলেও অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হালহালি শান্তি নিকেতন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক বান্না সেনের ৩৪ তম জন্মদিবসে ঐ সেন্টারের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। ঐ শিবিরে মোট ১৫ জন এদিন রক্তদান করেছেন। ছাত্র - ছাত্রীরাও রক্তদান করেছে এদিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সম্পাদক সুপ্রিয় দত্ত, সমাজসেবী শ্যামল পাল, নারায়ণ রায়। ভলান্টারি ব্লাড ডোনার এসো "র কমলপুর শাখার সম্পাদক অর্জুন দেব।

বহি:রাজ্যে রোগী রেফারের সংখ্যা কমানো সরকারের লক্ষ্য : স্বাস্থ্য সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র (টার্সিয়ারী হেল কেয়ার সেন্টার)-কে আরও উন্নতমানের বানিয়ে বহি:রাজ্যে রোগী রেফারের সংখ্যা কমানো সরকারের লক্ষ্য। আজ আচমকা জিবি ও এজিএমসি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন স্বাস্থ্য সচিব ডা. সন্দীপ আর রাঠোর।

এদিন তিনি বলেন, জিবি হাসপাতাল ও এজিএমসি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে পরিষেবা খতিয়ে দেখেছেন। সুবিধা অসুবিধার কথা শোনেছেন। আজ এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আগরতলায় গাঙচিল আয়োজিত বিজয়ের কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। মনোজ্ঞ এবং তাৎপর্যপূর্ণ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আয়োজিত বিজয়ের কবিতা উৎসব"২৩ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক শংকর সাহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আগরতলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পাপড়ি হালদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশের তোহা চৌধুরী, বিশিষ্ট গবেষক গোপাল চন্দ্র দাস।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ খান আখতার হোসেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা বিশিষ্ট কবি সঙ্গীতা দেওয়ানজী।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আগরতলা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করেছিল। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান প্রজন্মকে এই দুই মহান নেতার কার্যক্রম, চিন্তা চেতনা, দেশপ্রেম, দুই দেশের বন্ধুত্ব তুলে ধরতে গাঙচিল যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা ধন্যবাদের যোগ্য। বর্তমান প্রজন্ম জানুক স্বাধীনতা হঠাৎ করে আসেনি স্বাধীনতা আনতে ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণ দিতে হয়েছে যেমন বাংলাদেশের তেমনি ভারতের দশ হাজার সৈনিকের জীবন দিতে হয়েছে। গাঙচিল আয়োজিত বিজয়ের কবিতা উৎসবের মাধ্যমে সবাই জানুক এ বিজয় অর্জন কতটা কঠিন ছিল।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সঞ্চালক সুপ্রভাত দেবনাথের উপস্থাপনে বক্তব্য রাখেন ও আলোচনায় অংশ নেন সংগীত শিল্পী গোপা রায়, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কেশবলাল রায়, চন্দন ভৌমিক প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে সম্মিলিত সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ড় নারায়ণ ভট্টাচার্যকে সভাপতি এবং সঙ্গীতা দেওয়ানজিকে সাধারণ সম্পাদক, সুপ্রভাত দেবনাথকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট গাংচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুই দেশের মৈত্রী ও সম্প্রীতি অটুট রাখার লক্ষ্যে গাংচিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদকে মাধ্যম করে অকৃত্রিম প্রয়াস জারি থাকবে বলে কমিটির প্রত্যেকে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

কৃষকদের নিয়ে তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর: আজ পশ্চিম জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কৃষকদের নিয়ে তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সূচনা হয়েছে এডিনগরসিত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা উপকৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে। মোট ৯টি ব্লক এলাকা থেকে ১৬০জন কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে এদিন। আগামী তিনদিন কৃষকদের বিজ্ঞানভিত্তিক সবজি চাষ, বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সহ অন্যান্য বিষয়ে দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ। বৃহস্পতিবার উদ্বোধনী পর্ব শেষে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন পশ্চিম জেলার কৃষি উপ অধি কর্তা ডঃ উত্তম সাহা, প্রযুক্তিগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ শিবপ্রসাদ মজুমদার, সহ অধিকর্তা সুকান্ত দাস সহ অন্যান্যরা।

নিজ ঘর থেকে থেকে ঘরের তালা ভেঙে চুরি বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিপাহীজলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ মাস্টার পাড়া এলাকা থেকে বাইক চুরি করে নিয়ে গেল চোরের দল। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোর রাতে।

জানা যায় মাস্টার পাড়া এলাকার বাসিন্দা চিরঞ্জিত দেববর্মা প্রত্যেক দিনের ন্যায় বুধবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ব্যক্তিগত কিছু কাজ সম্পন্ন করে বাড়িতে গিয়ে নিজের টি আর ০৭ বি ৯২৩৩ নাম্বারে পালসার বাইকটি ঘরের মধ্যে রেখে রাতের খাবার খেয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। বৃহস্পতিবার ভোরে চিরঞ্জিত দেববর্মা দেখতে পান ওনার পাশের রুমে, যেখানে পালসার বাইকটি রেখেছিলেন, সেই রুমের দরজা ভাঙ্গা। ওনার বাড়ির গেইটের তালা ও ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘর থেকে বাইকটি চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা।

তখন চিরঞ্জিত দেববর্মার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কিন্তু বাইকের আর হদিশ পাওয়া যায় নি। বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বাইকের মালিক চিরঞ্জিত দেববর্মা। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনগণের তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

বহি:রাজ্যে পাচারের পথে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর।। চুরাইবাড়ি কাঠালতলি দিয়ে নেশা সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছে তিন পাচারকারি। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে শুকনো গাঁজা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাজ্য থেকে বহিরাজ্যে পাচারের সময় বাজারিছড়া থানাধীন কুকিতল এলাকা থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে কাঁঠালতলি থানার পুলিশ। আটক করা হয়েছে তিন পাচারকারিকে।

জানা গেছে কাঠালতলি ফাঁড়ি থানার পুলিশ প্রতিদিনের ন্যায় কুকিতল রাবার বাগান এলাকায় নাকা চেকিংয়ে বসে। বুধবার রাতে ত্রিপুরা থেকে আসামের কাঠালতলিতে প্রবেশ করে টিআর০৫-ডি-০৬৫৫ নাম্বারের একটি স্কোরপিও গাড়ি। গাড়িটি কুকিতল নাকা পয়েন্টে যাওয়ার পর পুলিশ গাড়িটিকে দাঁড় করায়।

পরবর্তী সময় গাড়ীটিতে তল্লাশি চালানোর সময় একটি ব্যাগ ও একটি ট্রলি থেকে মোট তিন প্যাকেটে প্রায় ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। সাথে সাথে পুলিশ গাড়িতে থাকা সঞ্জয় দেবনাথ, শঙ্কর পাল ও নিরুপম নাথকে আটক করেছে।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার ওসি। তিনি উদ্ধারকৃত গাঁজার প্যাকেটগুলি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি ধৃতদের থানায় নিয়ে যান। পুলিশ এব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

একজন ব্যক্তির মতো একটি রাষ্ট্রেরও রয়েছে নিজস্ব চরিত্র : সংঘপ্রধান ভাগবত

মাজুলি (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতিটি মানুষের যেমন একটি নির্দিষ্ট চরিত্র আছে, তেমনি প্রতিটি রাষ্ট্রেরও নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। একটি রাষ্ট্রের চরিত্র গড়ে উঠে তার সংস্কৃতি থেকে। ভারতীয় সংস্কৃতি সর্বজনীন। সমস্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি শুধুমাত্র ভারতের মতো রাষ্ট্রেই বিদ্যমান। বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসংঘচালক ডা. মোহন ভাগবত।

১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত 'যোরহাট সন্ত সম্মেলন'-এর কয়েক দশক পর আজ বৃহস্পতিবার বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ নদীদ্বীপ, 'ল্যান্ড অব সত্র' (মহাপুরষ শ্রীমন্ত শংকরদেব প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মীয় উপাসনাস্থল) বলে পরিচিত উজান অসমের উত্তর মাজুলির কমলাবাড়ি সত্রে 'পূর্বোত্তর সন্ত মণিকাঞ্চন সম্মেলন-২০২৩'-এ বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কথাগুলি বলেছেন সংঘ-প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বকে শান্তি ও সহাবস্থানের বার্তা দিতে এবং একে কেন্দ্র করে একটি জীবনধারা দেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে ভারতকে। এ কাজের জন্য সমাজের সাধু-সন্তদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ডা. ভাগবত।

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, আমাদের সকলের পূর্বপুরুষ একই, আমাদের সকলের বিশ্বাসও এক। সকলকে আমাদের বৈচিত্র্যকে সম্মান করে ঐক্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঐক্য মানে অভিন্নতা নয়, সাম্যতা। সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজকে স্বাবলম্বী করার ওপর জোর দেন সরসংঘচালক।

সংঘ-প্রধান ড. ভাগবত বলেন, মূল্যবোধের পাশাপাশি সব পরিবারে জাতীয় সচেতনতার খুব প্রয়োজন। এই অনুভূতি এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করার কাজটি সকল ধর্মগুরু, তাদের মঠ ও মন্দিরের করা উচিত।

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব যেমন তাঁর উৎকৃষ্ট জীবন আচরণের মাধ্যমে সমাজের সংস্কার সাধন করেছিলেন, তেমনি আমাদেরও সংগঠিত শক্তির মাধ্যমে বর্তমান অশুভ শক্তির অবসান ঘটাতে হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর উত্তর অসম প্রান্তের উদ্যোগে 'পূর্বোত্তর সন্ত মণিকাঞ্চন সম্মেলন-২০২৩' অনুষ্ঠিত হয়েছে। একদিবসীয় এই সম্মেলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্য থেকে ৪৮টি সত্র এবং ৩৭টি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মোট ১০৪ জন ধর্মীয় নেতা অংশগ্রহণ করেছেন।

সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো, সকল জাতি-জনগোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক, সমন্বয়, সম্প্রীতি ও সমরসতা বৃদ্ধি করা। সংঘের এই উদ্যোগকে সফল করতে পারস্পরিক সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে আজকের সম্মেলন-মঞ্চ থেকে। আজকের সম্মেলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একদিবসীয় 'পূর্বোত্তর সন্ত মণিকাঞ্চন সম্মেলন-২০২৩'-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট ধর্মগুরুর মধ্যে অন্যতম ছিলেন ত্রিপুরার শান্তিকালী আশ্রমের চিত্তরঞ্জনজি মহারাজ, উত্তর কমলাবাড়ি সত্রের জনার্দনদেব গোস্বামী, আউনিআঁটি সত্র, দক্ষিণপাট সত্র, গড়মুর সত্র, বরপেটার শ্রী সুন্দরিয়া সত্রের সত্রাধিকারীগণ, নামসাই বোধি বিহারের শ্রীভান্তে, পরশুরাম কুণ্ডের বাবা, শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘ, মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দলোই শ্রী পুরামন কিঞ্জিন, ঝেলিয়াং রং হারারকা, বোড়ো বালি বাথৌ সমাজ, মণিপুরের রাজশ্রী ভাগ্যচন্দ্র ফাউন্ডেশন, লখিমন সংঘ, কারগু গামগী সমাজ, অসম সত্র মহাসভা প্রভৃতির সাধু-সন্তগণ। সরসংঘচালক মোহন ভাগবতকে মাজুলির বিখ্যাত হস্তশিল্প গরুরের মুখোশ, কুর্তা-চেলেং ইত্যাদি দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন বিভিন্ন সত্রের সত্রাধিকাররা।

আগামীকাল শুক্রবার মাজুলিতে একটি সমাবেশের পর সংঘের সরসংঘচালক ডা. মোহন ভাগবতের তিনদিনের সফর শেষ হবে। উল্লেখ্য, তিনদিনের সফরসূচি নিয়ে গতকাল বিকেলে অসমে এসেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর সরসংঘচালক ডা. ভাগবত। বুধবার বিকাল প্রায় ৩:৩০টা নাগাদ ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি বিমানবন্দরে অবতরণ করে সড়ক পথে সোজা আসেন সত্রনগরী মাজুলিতে।

এনএসপি স্টাইপেন্ড নিয়ে সংশয় অভিভাবক মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ ডিসেম্বর: ওবিসি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা এনএসপি নামক কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্টাইপেন্ড পেয়ে থাকে বহিরাজ্যে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা। এবার বহিরাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও ইউনিভার্সিটি থেকে রেজিস্ট্রেশন না আসায় স্টাইপেন্ডের জন্য ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারছে না।

আবার এদিকে রাজ্য সরকার ওবিসি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই আবেদনের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে আবেদন করতে হবে। কিন্তু বহিঃরাজ্যে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও ইউনিভার্সিটি থেকে রেজিস্ট্রেশন এখনো হাতে না আসায় বিপাকে পড়েছেন ছাত্রছাত্রীরা। এখন অভিভাবক মহলে সংশয় দেখা দিয়েছে তাহলে কি তারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ওবিসি স্টাইপেন্ড থেকে এ বছর বঞ্চিত হবে? রাজ্য সরকার এই সময় সীমা বৃদ্ধি করুক দাবি ছাত্রছাত্রীদের।

ফের শিশু মৃত্যুর অভিযোগে তোলপাড় জিবি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ভুল চিকিৎসায় শিশু মৃত্যুর অভিযোগে তোলপাড় জিবি হাসপাতাল। ভুল চিকিৎসাতেই মৃত্যু হয়েছে শিশুর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এমনই অভিযোগ তুলেছেন শিশুর পরিবারের সদস্যরা। মৃত শিশুর নাম আয়ুষ মালাকার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সিধাই মোহনপুর এলাকার কলকলিয়ার কারিপুরের দশ বছরের শিশু সন্তান আয়ুষ মালাকারের ইউরিনাল সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসক প্রীতম দাসের কাছে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় শিশুকে। সেই অনুযায়ী চিকিৎসা চলতে থাকে। শিশুটির গোপনাঙ্গে অস্ত্রপাচার করার কথা ছিল বৃহস্পতিবার। কিন্তু সেই অস্ত্রপাচার করা হয়নি। পরবর্তীতে ফের আজকের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয় অপারেশনের জন্য। সেই অনুযায়ী বুধবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার অপারেশন রুমে নিয়ে যাওয়া হয় আয়ুসকে। কিন্তু শিশুটি মৃত বলে অপারেশন টেবিল থেকেই চলে যায় চিকিৎসক প্রীতম দাস। চিকিৎসকের গারিলতিতেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তার পরিবারের। শিশুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা। ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল হাসপাতাল চত্বর। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মোতায়েন করা হয় টি এস আর বাহিনী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।